জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিমান ভাড়ায় লাগাম

লাগামছাড়া বিমান ভাড়া রুখতে নয়া নির্দেশিকা। ৫০০ কিমি পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭৫০০/, ৫০০-১০০০ কিমি পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১২,০০০/, ১০০০-১৫০০ কিমি পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৫,০০০/ ও ১৫ হাজার কিমির ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ ১৮,০০০/

শীতের মরশুম

শনিবার কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছে ১৪.৫ ডিগ্রিতে। কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। জেলাতেও বাড়ছে শীতের দাপট। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা একই থাকবে

পথশ্রী : একদিনে উদ্বোধন ৯ হাজার কিমির বেশি রাস্তা

হলং বনবাংলো পুনর্নির্মাণে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ বরাদ্দ নবান্নর

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯২ ● ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 192 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 7 DECEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অবশেষে বীরভূমে। মেয়ের আদর সোনালি বিবিকে।

আমার সন্তানের নামকরণ করুন মুখ্যমন্ত্রীই : সোনালি

সৌমেন্দু দে ● বীরভূম

আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নামকরণ করুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আবেদন সোনালি বিবির। শুক্রবার রাতে মালদহ দিয়ে ভারতে প্রবেশ ১৬২ দিন পর। সেখান থেকে শনিবার দুপুরে বীরভূমের পাইকরে নিজের গ্রামে ফিরলেন সোনালি। ফিরেই জড়িয়ে নিলেন মেয়েকে। বাবা-মা এবং পড়শিরাও আবেগে বিহ্বল। বাড়ির কাছে জমে গিয়েছে ভিড়। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে নামলেন সোনালি। গোটা গ্রামের মানুষ যেন একবার ছুঁতে চাইছে সোনালিকে। বাড়িতে ফিরে সোনালি বলছিলেন, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। খুব কষ্টে ছিলাম। জেল থেকে শুরু করে জামিনের পরেও বিভীষিকা কাটতে চাইছে না। তবে আমাদের ভরসা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর উপর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তাঁরা যেভাবে আমাদের পাশে (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তবুও মহাদি

তবুও তো ছিলেন
মোদের পৃথিবীতে
বহু সুখ-দুঃখের কুটিরে।
ভাবতাম তিনি আছেন নিঃশ্বাসে।
জাগ্রত মনে সদা-সদয়ে,
আজ কেন নেই?
শাসন অথবা একটু হাসি!
তবে কি আর দেখা হবে না?
জন্মদিন তো আসবে,
কী কিনব?
কী কী সেদিনের জন্য পছন্দ?
জিজ্ঞাসিব কী করে?
বছরের ক্যালেন্ডার থেকে
দিনটা ভুলে যাই কী করে?
তবে কি আর কেক কাটা
হবে না? হবে না গান, কবিতা?
শোনা যাবে না স্নেহভরা
কথার কথায়— "খেয়ে বেড়িয়েছ"?
কেউ কি আর বলবে না?
'সব' একটু একটু করে...
হারিয়ে যাচ্ছে!!!!!
'মা'ও নেই,
মহাশ্বেতাদিও নেই।
তবে কি আমি?
একেলা দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছি?
না, অনেকেই আজ একেলা?

সংহতি দিবস। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতৃত্ব। ডাক দিলেন সম্প্রীতি আর ঐক্যের। শনিবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই চলবে : জননেত্রী

প্রতিবেদন : একতাই শক্তি। এভাবেই ৬ ডিসেম্বর দিনটিকে ব্যাখ্যা করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জননেত্রী রাজ্যবাসীকে সংহতি দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি— এই মাটি কখনও মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামী দিনেও করবে না।

তাঁর সংযোজন, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ— বাংলায় সকলে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে জানি। আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। এরপরই কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। (এরপর ১২ পাতায়)

বাংলার মানুষ বিভেদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করবেন ছাব্বিশের ভোটে

প্রতিবেদন : জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষের সরকারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেই পথ চলেছে বাংলা। কিন্তু বিজেপির আগ্রাসী দখলদারি মনোভাব এবং সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কলুষিত করেছে গোটা দেশকে। তাদের টার্গেট বাংলা। তাই এ-রাজ্যেও ধর্মীয় উসকানি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে ভোটের রুটি সেঁকতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর দিনটি ভারতবর্ষের বুকে কালো দিন হিসেবে থেকে গিয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তারপর পরবর্তী অধ্যায় সকলের জানা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে পালিত হল সংহতি দিবস। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন একগুচ্ছ নেতা-নেত্রী। ছাত্র-যুবদের তত্ত্বাবধানে হওয়া এই সভায় বক্তব্য রাখেন, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শশী পাঁজা, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ, টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নেতৃত্ব। (এরপর ১২ পাতায়)

সভার দুই বক্তা, ফিরহাদ হাকিম ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই

সংসদে বঞ্চনার বিরুদ্ধে আরও জোরদার লড়াই করবে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ এবং লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। তৃণমূলের বক্তব্য, ১০০ দিনের কাজের টাকা গা-জোয়ারি করে দিচ্ছে না কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে উপেক্ষা করছে। পাশাপাশি বাংলার শিল্পায়ন নিয়েও মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 December, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৫৬
প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল এদিন। ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন বা দ্য হিন্দু উইডো'স রিম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হয়। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি আইন প্রণয়ন করে বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেন। তারপর এদিন কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর, রমাপ্রসাদ রায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির উপস্থিতিতে বর্ধমানের বালবিধবা ১০ বছর বয়সি কালীমতিকে শ্রীশচন্দ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মাণ্ড মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণীদেবীর একমাত্র কন্যা কালীমতির প্রথম বিয়ে হয় ৪ বছর বয়সে। ৬ বছর বয়সে স্বামী মারা গেলে সমাজ একঘরে করে বিধবা কালীমতিকে। অন্যদিকে, শ্রীশচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের একজন উচ্চপদাধিকারী। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এই বিবাহ পণ্ড করার চেষ্টা হলেও পুলিশ প্রহরা থাকায় কোন গন্ডগোল ঘটেনি। এই বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের এই প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহটি সম্পন্ন হয় হিন্দু বিবাহের সম্পূর্ণ রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনেই। সেদিনকার ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িটির বর্তমান ঠিকানা ৪৮ নং কৈলাস বসু স্ট্রিট। সঙ্গের ছবিটি সেই বাড়িরই।

১৮৭০
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীনের (১৮৭০-১৯১৫) জন্মদিবস। কুষ্টিয়ায় একবার ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে যতীন্দ্রনাথ 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। সর্বভারতীয় বিপ্লবী দলগুলি জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করলে বাঘাযতীন বালেশ্বর যান জার্মান জাহাজ 'মেভারিক' থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। সেখানে বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে নিহত হন এই বীরবিপ্লবী।

১৮৭২
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয় দিয়ে এদিন সূচনা হয়েছিল তথাকথিত বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের। নাম ছিল 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। প্রথম পেশাদারি থিয়েটার হলেও নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল না ওই দলের। মধুসূদন সান্যালের ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডের বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে খোলা হয়েছিল ওই থিয়েটার। নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত National Paper-এ (১৮৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর) এই নাট্যশালা স্থাপন সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'The National Theatre is first public undertaking of its character... The doors of the National Theatre are open to the public, Whoever shall pay for admission to it, will be permitted to go in it.' প্রথম পর্যায়ে নাট্যশালাটি স্থায়ী না হলেও পরবর্তীকালে এদেরই প্রেরণায় একাধিক স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে উঠেছে।

১৯৪১
জাপান এদিন পার্ল হারবার আক্রমণ করে। পার্ল হারবার হনুলুলু, হাওয়াইয়ের কাছাকাছি অবস্থিত একটি মার্কিন নৌঘাঁটি। দিনটা ছিল রবিবার। সকাল আটটা নাগাদ কয়েকশো জাপানি যুদ্ধবিমান ওই ঘাঁটিতে নামে। সেখানে তারা আটটি যুদ্ধজাহাজ এবং ৩০০টিরও বেশি বিমান সমেত প্রায় ২০টি আমেরিকান নৌযান ধ্বংস বা ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল। বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ-সহ এই হামলায় ২৪০০-রও বেশি আমেরিকান মারা গিয়েছিলেন এবং আরও হাজারখানেক মানুষ আহত হয়েছিলেন। এই হামলার পরদিন, রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট কংগ্রেসকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেন। ফলে প্রাচ্যের ভূখণ্ডেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৮২ **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর** যুদ্ধ চলাকালীন হায়দার আলির হঠাৎ মৃত্যু হলে মহীশূরের শাসন ক্ষমতায় টিপু সুলতান অধিষ্ঠিত হন। বাবা হায়দারের মতো টিপুও ছিলেন ইংরেজ-বিদ্বেষী। 'মহীশূরের বাঘ' নামে খ্যাত টিপু অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কর্মসূচি

■ তৃণমূলের সংহতি দিবস উপলক্ষে হুগলি জেলা তৃণমূল যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারীর নেতৃত্বে শনিবার জেলার রেকর্ড যুব কর্মী-সমর্থক সমাবেশে রওনা দেওয়ার পথে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭৭

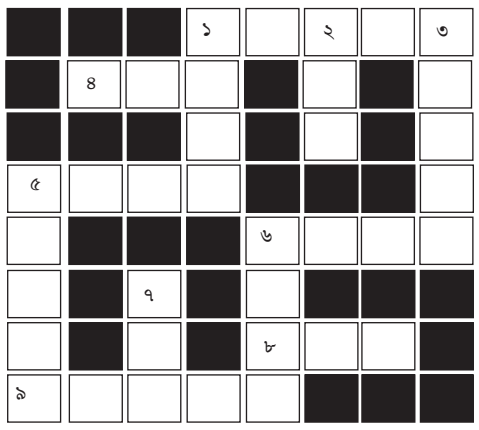

পাশাপাশি : ১. আদালতে বিচারকের বিশ্রামের ঘর ৪. খেদোক্তি, শোকপ্রকাশ ৫. সদ্ভাব ৬. সর্বদা, নিরন্তর ৮. মৃত্যু ৯. ব্যঙ্গে মস্ত লোক।

উপর-নিচ : ১. খোলায় ছাওয়া ঘর ২. আড়ধনু ৩. জ্যোতিষশাস্ত্রে জাতকের ত্রিবিধ প্রকৃতির অন্যতম ৫. প্রীতিসম্মেলন ৬. অধিষ্ঠিত দেবতা ৭. গৌরবর্ণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭৬ : পাশাপাশি : ১. খেদিব ৪. দণ্ডদীপিকা ৬. লঙ্ঘন ৭. নটরাজ ৯. তারকিনী ১২. সমগ্র ১৩. মহাবিক্রম ১৪. ক্ষরণ। **উপর-নিচ:** ১. খেয়ালখাতা ২. বদন ৩. প্রদীপন ৫. কামরা ৮. জলগ্রহণ ১০. রকম ১১. নীরবিন্দু ১২. সমক্ষ।

৬ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.২৮	৮৯.২৫
ইউরো	১০৬.৫৯	১০৩.৮৯
পাউন্ড	১২১.৩৮	১১৮.৭৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ হেলেন খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

7 December 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

সই জাল করে জমি নিয়ে জালিয়াতি। অভিযোগ পেয়ে একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নাম আকাশ আলি। হেমনগর কোস্টাল থানার ঘটনা

সোনালি বিবি কীভাবে বিদেশি হল, এবার জবাব দিক বিজেপি

প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে তৃণমূলের। সংহতি দিবসে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি জাতিবিদ্বেষ ভুলে সকলকে এক হওয়ার ডাক দেন তাঁরা। অর্থ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সোনালি বিবির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি খাতুনকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে, জোর করে চোখ বেঁধে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ সোনালির কাছে সমস্ত বৈধ নথিপত্র, বাবার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম এবং আধার কার্ড ছিল। হাস্যকরভাবে, ২০০০ সালে জন্ম নেওয়া সোনালিকে কেন্দ্রের মোদি সরকার অভিযুক্ত করেছিল ১৯৯৮ সালে অনুপ্রবেশ করার জন্য। তাঁর কথায়, ন্যায়কে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, তা সূর্যের আলোর মতো একদিন সামনে আসবেই। 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে বিজেপি যেভাবে দ্বিচারিতা করছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। বলেন, বিজেপি নেতারা যখন কথায় কথায় অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হন, তখন তাঁদের দলের নেতাদেরই কেন দু'দেশের নাগরিকত্ব থাকে? তিনি স্বরূপনগরের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের উদাহরণ টেনে বলেন, এই নেতার ভারতে যেমন ভোটার কার্ড রয়েছে, তেমনই বাংলাদেশে সাতক্ষীরা জেলাতেও সুভাষ মণ্ডল নামে ভোটার কার্ড রয়েছে। একই ব্যক্তি দু'দেশের নাগরিক হয়ে কীভাবে ভারতের নির্বাচনে লড়াই করেন এবং জেতেন, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব চায় তৃণমূল।

■ সাংবাদিক বৈঠকে দুই মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শনিবার।

■ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্রে ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। উদ্বোধনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার লোকগ্রাম, নিতাইনগর ছিটকালিকাপুরে।

হু-হু করে নামছে পারদ, শহরে শীতের আমেজ

প্রতিবেদন : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ডিসেম্বরের শুরু থেকেই হু-হু করে নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। শনিবার কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছে ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। জেলাতেও বাড়ছে শীতের দাপট। আগামী কয়েক দিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। কোথাও কোনওরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রার ওঠানামার ফলে কুয়াশার সম্ভাবনা। ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। এর পাশাপাশি পার্বত্য এলাকাতেও কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। সকালে ও রাতে শীতের আমেজ অনুভূত হবে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা গরম বাড়বে।

হাওড়ায় অসুস্থ বিএলও দেখতে গেলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও এক বিএলও। নাম তনুশ্রী সিংহ। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪৩ নম্বর পার্টের এই বিএলও ডোমজুড় বন্দর বাগপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। শনিবার স্কুলের মধ্যেই আচমকাই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সহকর্মীরা দ্রুত ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়েই হাসপাতালে দেখতে যান স্থানীয় বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ। তাঁর পাশে থেকে সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। শারীরিক অবস্থা বিষয়ে চিকিৎসকদের কাছে খোঁজখবর নেন। ডোমজুড়ের বিএমওএইচ ডাঃ ঋদ্ধি চক্রবর্তী জানান, ওই বিএলওকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ইসিজি হয়েছে। স্যালাইন চলছে। বর্তমানে অবস্থা স্থিতিশীল। তনুশ্রী জানান, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে মানসিকভাবে ভীষণই চাপে থাকতে হয়েছিল। তার ফলেই মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি।

■ অসুস্থ বিএলওকে দেখতে হাসপাতালে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ। শনিবার।

সেবাশ্রয়ে উপস্থিতি ৩৫ হাজার ছাড়াল

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মহেশতলা বিধানসভার ২৭টি জায়গায় চলছে সেবাশ্রয়-২। শনিবার, সেবাশ্রয় ক্যাম্পের ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত মোট নাম নথিভুক্ত করেছেন ৩৭,৩৭১ জন। এদিন মোট ৯৩২২ জন নাম লিখিয়েছেন। তার মধ্যে ৫০৫৩ জনকে বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৫১৬২ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ১৬২ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

■ অমরাবতী স্কুলপ্রাঙ্গণে নবনির্মিত স্কুলভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করল বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (ইংরেজি মাধ্যম)। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিধায়ক ও চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন।

■ ডাঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর মেলায় রাতের আকাশে কপিল মুনির কাহিনি

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা। এবারে গঙ্গাসাগর মেলার অন্যতম আকর্ষণ রাতের আকাশে ৪০০ থেকে ৫০০ ড্রোনের মাধ্যমে কপিল মুনির কাহিনি তুলে ধরার অত্যাধুনিক পরিকল্পনা। যা গঙ্গাসাগরের ইতিহাসে এই প্রথম। তাই অনুমান করা হচ্ছে এবারের মেলায় ভিড় হবে অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। সেই কারণেই মেলা শুরুর আগে গোটা এলাকা খতিয়ে দেখলেন দুই মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ও বেচারাম মান্না। মেলা চত্বর খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রশাসনিক বৈঠকে করেন তাঁরা।

গঙ্গাসাগর মেলা এবার একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি এবং সনাতন ঐতিহ্যের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধনের সাক্ষী হতে চলেছে। জেলা প্রশাসন পুণ্যার্থীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে রাখতে এক নজিরবিহীন 'হাই-টেক' উদ্যোগ নিয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে এবার ঐতিহ্যকেও নতুন রূপে সাজানো হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের রেপ্লিকা তুলে ধরা হত মেলার চত্বরে। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হচ্ছে নতুন আকর্ষণ। ২০২৩ সালে কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর ও মালদার জহুরা কালী মন্দিরের মতো পাঁচটি মন্দিরের প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছিল। এবারে তার সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রেপ্লিকা যুক্ত হবে। মেলার মূল আকর্ষণ হিসেবে কপিল মুনির মন্দিরের পাশে রাতের আকাশে প্রায় পাঁচ মিনিটের একটি জমকালো ড্রোন শোয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ড্রোনের এই অত্যাধুনিক প্রদর্শনীতে কপিল মুনির মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, সগর রাজার কাহিনি এবং গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের মতো পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি আলো ও শব্দের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা জানান, গত বছর কুম্ভ মেলা থাকা সত্ত্বেও এক কোটি ১০ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। এই বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় সংখ্যাটা দেড় কোটি ছুঁয়ে যেতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে স্বাগত জানাতে মুড়িগঙ্গা নদীতে ৩০ কোটি টাকা বাজেটে ড্রেজিং-এর কাজ চলছে, যা ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক হবে। স্নানের ঘাটগুলি মেরামত করা হচ্ছে এবং 'বাফার জোন'-এর পরিধি বাড়ানো হচ্ছে।

■ প্রস্তুতি দেখলেন দুই মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ও বঙ্কিম হাজরা। শনিবার।

তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি

সংবাদদাতা, ভাঙড় : ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের তাড়া করে গুলি আইএসএফ দুষ্কৃতীদের। ভাঙরের উত্তর কাশীপুর থানার কাঁঠালিয়ার ঘটনা। রবিবার শোনপুরে তৃণমূলের একটি ছাত্র যুব জনসভা রয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব সূত্রে খবর, সেই জনসভা উপলক্ষে শনিবার সকালে ভোগালি ২ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি আলিনুর মোল্লা-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা কাঁঠালিয়া থেকে সোনপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই আইএসএফ সমর্থকরা তাদের তাড়া করে। এক রাউন্ড গুলিও চলে বলে অভিযোগ। আইএসএফ-এর অঞ্চল সভাপতি অহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এই হামলা বলে অভিযোগ তৃণমূলের। খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আসরে নেমেছে পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আলিনুর মোল্লা বলেন, আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে।

সম্পাদকীয়

7 December, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঐতিহ্যের বাংলা

বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঠাঁই নেই। বিজেপি আর তার দোসর যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত ভোট পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর স্লোগান দিয়েছিল— না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। কিন্তু দেখা গেল বিজেপি নেতাদের পকেট ভরছে ঘুর-পথে। কালো টাকা ফিরিয়ে আনা যে শুধুই রাজনৈতিক গিমিক ছিল তা ১১ বছরে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। আদানির মতো ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ টেন্ডার পায়। অথচ তাঁদের জন্যই শেয়ার বাজারে রেকর্ড ধস হয়েছিল দেশে। দেশের বহু মানুষ এখনও একবেলা অভুক্ত থাকেন। কিন্তু চা-বিক্রেতা প্রধানমন্ত্রী ১০ লক্ষ টাকার স্যুট পরতে পিছ-পা হন না। দুর্নীতির মর্ডানাইজেশন করেছে বিজেপি। দেশের সংবিধান-প্রণেতারা হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইশাই যাতে একসঙ্গে বাস করতে পারে, সেই লক্ষ্য রেখে সংবিধান তৈরি করেছিলেন। আজ সেই সংবিধান ইচ্ছেমতো পাল্টানো হচ্ছে। উপেক্ষা করা হচ্ছে। ভোটের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে সবরকমের নীতিবিরুদ্ধ কাজ করছে বিজেপি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজ্য সরকারগুলিকে বঞ্চিত করছে। সরকার ফেলতে বিধায়ক-সাংসদ কেনা-বেচা করছে। তাতেও লাভ না হলে ধর্মের সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু করছে। কিন্তু বাংলায় এসে সব ধরনের পরিকল্পনা ছত্রাখান হয়ে গিয়েছে। বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বার্তা, ধর্মের জিগির তুলে বাংলায় ভোট হয়নি, মানুষ ভোট দেননি, আগামী দিনে ভোটও দেবেন না। বাংলা তার তিন শতকের ঐতিহ্যকে পাথেয় করেই এগিয়ে যাবে।

e-mail থেকে চিঠি

৬ ডিসেম্বর মনে করিয়ে গেল

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নব যৌবনের অগ্রদূত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সমগ্র তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের কাছে গতকালের দিনটি ছিল সংহতি দিবস, অসহিষ্ণুতার দিনে হোক বহুত্বের উদ্‌যাপনের দিন। বাবরি ধ্বংসের অভিঘাতে সমকালের ইতিহাসে অনেকের কাছেই কলঙ্কের অক্ষরে লেখা গত কালকের দিনটি, অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর। বাবরি ধ্বংসের অসহিষ্ণুতার দিন ফি বছর মনে করিয়ে দেয়, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কেবল মৌলবাদীদের গালাগাল নয়। এবং, আর একটি কথাও, বহুত্ব প্রসঙ্গে পোশাক, খাবার, সংস্কৃতি-সহ নানা শব্দের ভিড়ে রয়েছে 'ইন্ডিয়া' শব্দটিও। বহুত্বের এর থেকে ভাল সংজ্ঞা বোধ হয় আর কিছু হয় না। কারণ, ভারত বহুমাত্রিক দেশ। খানিক অন্তর অন্তর যার মুখের ভাষা, গায়ের বসন, রোজকার যাপন পাল্টে যেতে থাকে। আর সেই সমস্ত বদল একসঙ্গে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটাই দেশ, যার নাম ভারতবর্ষ। এমনই বহুমাত্রিকতাই তো ভারতের প্রাণের কথা। বাবরি ধ্বংস— উত্তর প্রতিবেশে সে ভারতকে এখন হয়তো আমরা আর চিনে উঠতে পারি না। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ সত্যিই একসময় ছিল। পুরনো পুথি-লেখ-লিপিতে সেই ভারতবর্ষের সন্ধান মেলে। এমন একটা দেশকে একমাত্রিক করে দেখার, যাবতীয় অসহিষ্ণুতার অনিবার্য এবং ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর। বাবরি মসজিদ বিধ্বংসের পর তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা। মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে শেষ হয়েছে। আমরা অবাক হয়ে দেখেছি, বাবরি ধ্বংস মামলার রায় দেওয়ার আগেই রামমন্দির মামলা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। বাবরি ধ্বংস মামলা যখন নিম্ন আদালতের চৌকাঠও পেরোতে পারেনি, তখনই কিন্তু রামমন্দির মামলা বিচার ব্যবস্থার নানা স্তর অতিক্রম করে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশ আদায় করে নিয়েছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে কেউ কেউ বিভাজনের তাস খেলে এখনও রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাওয়ার খেলায় নেমেছেন। এটা কেবল অনভিপ্রেত নয়, শুধু অবাঞ্ছিত নয়, এটা বর্জ্য ও চরম আপত্তিকর। সে কাজ কেউ করতে গেলেই বুঝতে পারা যায়, সে বিজেপির সাজা তামাক সেবন করছে। মনে রাখতে হবে, বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা স্রেফ একটা ঐতিহাসিক সৌধ ধ্বংস বিষয়ক অপরাধ ছিল না, অপরাধটা ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিরুদ্ধে। — **ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ এখন ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে

ওদের ডিএনএ-তে বঙ্গ ও বঙ্গজ বিদ্বেষ প্রবহমান, জানা ছিল। কিন্তু সেটার মাত্রা, সেটার তীব্রতা কতটা, তা বোধকরি অনেকেরই অনুমেয় ছিল না। এখন তা পরিস্ফুট একাধিক ঘটনায়। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির ঐতিহ্য ছেঁটে ফেলার ব্যবস্থায়। খেলাটা ধরে ফেলে আমাদের চোখ খুলে দিলেন বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

এ কি তাজ্জব ঘটনা। সংসদে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জয়হিন্দ' স্লোগান দেওয়া যাবে না! কোনও বিদেশি সরকার এই ধরনের নির্দেশ দিলে সেটা স্বাভাবিক ঘটনা মনে করার কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত সরকার এই ধরনের নির্দেশ জাহির করতে পারে? এর কারণ কী? যুক্তি কী? সাধারণ দৃষ্টিতে বোধগম্য নয়।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' স্তোত্র বা গীত হিসাবে ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালের ৭ অগাস্ট 'বন্দে মাতরম্' প্রথম রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মানুষের রক্ত গরম করে দেয়। তখন থেকে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। অনেকে এই মন্ত্র সজোরে উচ্চারণ করতে করতে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গান গাওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদ (Constituent Assembly) সর্বসম্মতিক্রমে বন্দে মাতরম্‌কে 'জাতীয় গীত' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার আড়ম্বরের সঙ্গে ৭ নভেম্বর (১৯২৫) 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ পালন করল। এর মধ্যে কী হল? 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো 'জয় হিন্দ' নিছক রাজনৈতিক স্লোগান নয়, এটিও একটি মন্ত্র, যে মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে নেতাজি সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহস্র সহস্র সেনা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। 'জয় হিন্দ' মন্ত্রটি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণায় আসমুদ্র হিমালয় কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী দলগুলি এই স্লোগান শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। তাহলে কোন যুক্তিতে 'জয় হিন্দ' নিষিদ্ধ হল। সংসদ হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মন্দির। সেখানে যদি এই দুটি মন্ত্র উচ্চারিত হতে নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশের উপর পড়তে বাধ্য।

মূল কারণ হল বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ। বাঙালি বিরোধিতার মনোভাব স্বাধীনতার পর থেকেই ছিল। ভারত ভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলা ও পঞ্জাব। দুটি প্রদেশই বিভক্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সব হারিয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন। কিন্তু পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার যতটা বেশি মনোযোগী ছিল, বাংলার ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সচেষ্ট না হলে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের অবস্থা আরও করুণ হতে পারত। অবশ্য এই দুই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল। তবুও তাঁরা এক হয়েছিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, যেটা এখন কমই দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ন্যায্য আর্থিক পাওনা থেকে বারংবার বঞ্চিত হয়েছে সেই পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিক

থেকে। এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমানে অবশ্য বাঙালি বিরোধিরা বাঙালি বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। ভাষা সন্ত্রাস চলছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষায় কথা বললে পেটানো হচ্ছে, নানাভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে। সম্প্রতি পুরীতে গিয়েছিলাম। স্বর্গদ্বারের কাছে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে বসলাম। দোকানির চেহারা দেখে মনে হল, তিনি বাঙালি। জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইতিবাচক উত্তর দিলেন। যখন আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলায় বাড়ি, তিনি গম্ভীরভাবে সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি কোনও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী নই! একজন পর্যটকমাত্র ও পেশায় শিক্ষক। তখন তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। পুরীতে বাঙালিরা একরকম ভয়ের মধ্যে আছেন। শুধু পরিযায়ী শ্রমিক বা কর্মচারী নন, যে-সমস্ত বাঙালি বংশ-পরম্পরায় পুরীতে বসবাস করছেন, তাঁদেরও কম-বেশি একই অবস্থা। তাঁরা ঘরের বাইরে গেলে নিজেদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা না বলে ওড়িশা ভাষায় কথা বলেন, যাতে প্রকাশ্যে অপমানিত ও প্রহৃত না হন। দোকানিভাই আরও বললেন, বাঙালিরা ভাল নেই। পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। ওড়িশাতে কেন্দ্রীয় শাসক দল ক্ষমতায়। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও বাঙালিদের মোটামুটি একই অবস্থা। এই রাজ্য দুটিতেও কেন্দ্রীয় শাসকদল ক্ষমতায় রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের পাওনা নূন্যতম ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কেন্দ্র নানা বাহানায় আটকে রেখেছে। অথচ আর্থিক বছর শেষ হতে চলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত অপমান করা হয়েছে। অসমে 'আমার সোনার বাংলা' এই রবীন্দ্রসংগীতটি গাইবার জন্য কয়েকজনকে গ্রেফতরা করা হয়েছে। তাঁরা এখন সংশোধনাগারে আছেন। অসম সরকার গানটিকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় শাসকদল অসমেও ক্ষমতাসীন। কবিগুরুর প্রতি এর থেকে বড় অসম্মান কী আছে? অথচ এই কেন্দ্রীয় শাসকদলের আদি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ ছিলেন 'বাংলার বাঘের' ছানা সুপণ্ডিত পুরোদস্তুর আপাদমস্তক বাঙালি ভদ্রলোক। তাঁকেও ভুলতে বসেছে এই দল। একমাত্র ৬ জুলাই তাঁর জন্মদিনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মালা দেওয়া ও কয়েকটি রাস্তা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নেই। এই ব্যক্তিত্বের অকালমৃত্যু সম্পর্কেও বিতর্ক আছে, বিশেষ করে বাঙালি মনে— মৃত্যু কি স্বাভাবিক ছিল? অথবা কোনও রহস্য আছে? অটলবিহারী বাজপেয়ীজি তাঁর পাঁচ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রিত্বকালে অথবা নরেন্দ্র মোদীজি এখন পর্যন্ত তাঁর এগারো বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কি? তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে কি? এই বাঙালি ভদ্রলোক অবিসংবাদী সাংসদ ছিলেন। তাঁকে বলা হত 'সংসদের সিংহ' (Lion of Parliament)। যিনি সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর চোখে চোখে রেখে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, বাংলার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। বাংলার সমস্যা অবহেলা করে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনেকের বক্তৃতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তাঁরা নিশ্চয়ই মান্যবর ব্যক্তি ছিলেন। দলের আদি প্রতিষ্ঠাতার সংসদে ভাষণ, অখণ্ড বাংলার আইনসভায় ভাষণ, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ ইত্যাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কী? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে আমাদের রাজ্যে জনসভায় দুই-একবার তাঁর নাম বলেন। ব্যস, ওইটুকুই। এত উদাসীনতা, অবহেলা। কেন? কারণ তিনি বাঙালি। আরও বলি, মান্যবর প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদার হিন্দুত্ববাদকে বিকৃত করা হচ্ছে। প্রবন্ধকার নিশ্চিত, কিছুদিনের মধ্যে বিবেকানন্দ বর্জিত হবেন।

জাত-পাতভিত্তিক, বুর্জোয়া শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সরকার বাঙালি বিদ্বেষী হবেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো হবেই, কারণ এঁরা যে বাঙালি।

কিন্তু বাংলা, বাঙালিকে রুখতে পারা সহজ নয়। বাঙালি গর্জে উঠলে বাঙালির অমোঘ শক্তি যে কোনও প্রতিরোধকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলি তার প্রমাণ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

7 December 2025 • Sunday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

সংহতি দিবসের সভা থেকে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূলের

রাজ্য
7 December 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংহতি দিবসের সভা থেকে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূলের

৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদে বিজেপি-আরএসএসের ধ্বংসলীলার ৩৩ বছর। প্রতিবছরের মতো এবারও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বিশেষ দিনটিকে 'সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে মেয়ো রোডের সমাবেশ মঞ্চ থেকে দলনেত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্য, শান্তি, সম্প্রীতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা তুলে ধরলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সংবিধান মানুষের কথা বলে, তাঁর গায়ে কী রক্ত আছে সেটা দেখার দরকার নেই। যাঁরা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের জন্যই সংবিধান তৈরি হয়েছে। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সংবিধানকে, দেশের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। আমি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব, পরেরবার থেকে এই সমাবেশ যেন ব্রিগেডে করা হয়। কারণ, স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ একজোট হয়েছেন!

ফিরহাদ হাকিম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা। হিন্দু-মুসলমান নয়, মানুষ হিসেবে লড়াই করতে হবে। আজকের এই দিন ভারতের ইতিহাসে একটা কালো দিন। কারণ, সেইদিন ভারতবাসীর মনে যে সম্প্রীতি-ঐক্যের বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল বর্বর বিজেপি! বিজেপি যেখানে ঘৃণার রাজনীতি করছে, সেখানে আমরা ভালবাসা, ঐক্য, সম্প্রীতির রাজনীতি করব।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সব ধর্মের মানুষই রক্ত ঝরিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ক্ষমতায় থাকার জন্য বিজেপি অন্য সব ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র একটা ধর্ম নিয়ে চলতে চায়। এটা হতে পারে না। ভারতের মানুষ এটা সহ্য করবে না। ভারতের ধর্মীয় ঐক্য ভেঙে যে বিজেপি দিল্লির মসনদে থাকতে চাইছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে সারা বাংলাকে একজোট হতে হবে।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যেভাবে সম্প্রীতি-সংহতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সারা ভারতে এমন একজন নেতৃত্বের নিদর্শন আর নেই! ভারতের সংবিধান সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে। কিন্তু ধর্মীয় বিভাজন, শ্রেণি বিভাজনের মধ্যে দিয়ে সংবিধানের সেই মূলমন্ত্রকেই নস্যাৎ করে দিতে চাইছে বিজেপি। সংবিধানের শপথ নিয়ে সরকারে বসে সংবিধানের সম্প্রীতিকে নষ্ট করতে চাইছে। আমরা একটাও মানুষকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেব না।

ডাঃ শশী পাঁজা

বাংলায় কথা বলায় যারা 'বাংলাদেশি' দেগে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, সংবিধান সেই বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। কারণ, সংবিধানের জোরে আজকে সোনালি খাতুন দেশে ফিরেছেন। সংবিধানের জয় হল। কিন্তু সোনালিকে যেভাবে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারই আর একটা রূপ হল এসআইআর! আমরা নতুন প্রজন্মকে ধর্ম, জাতি, ভাষার বিভেদ শেখাই না। আমরা শুধু ভালবাসার শিক্ষা দিই। বাংলায় বিভাজন হয় না। এখানে যারা বিভেদ করতে চান তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই চালিয়ে যাবে।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী

বাংলা সম্প্রীতির মাটি। সমস্ত জাতি-ধর্মের এই মেলবন্ধনকে চক্রান্ত করে নষ্ট করা যাবে না। এই বাংলায় কখনও বিভেদ তৈরি করা যায় না। এখানে মৌলবাদীদের কোনও জায়গা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার এই সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছেন।

মোশারফ হোসেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক হিসেবে, আস্থা-সাম্যের প্রতীক হিসেবে শান্তি-সৌহার্দের যে চিরন্তন বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলার মতো শান্তি-সম্প্রীতির রাজ্য সারা ভারতে আর একটাও নেই। বিজেপি দেশের সম্প্রীতির চিরকালীন শত্রু। বাংলায় বিজেপিকে কোনও বিশৃঙ্খলা অরাজকতা তৈরি করতে দেব না। লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠছাড়া করব।

সায়নী ঘোষ

বড়-বড় কথা বলে বাংলার মানুষের মন জয় করা যায় না। কারণ বাংলার মানুষ জানে— লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, দিদি ছাড়া গতি নেই। বিজেপির মুখে শুধু হিন্দু-মুসলমান, শ্মশান-কবরস্থান। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুই উন্নয়নের কথা বলেন। বিজেপি বাংলাকে ওরা দখল করতে চায়। কিন্তু তৃণমূলের কাছে বাংলা আমাদের হৃদয়ের টুকরো। একে বহিরাগত বিজেপির হাতে আমরা সঁপে দেব না।

তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য

বিজেপি সরকার যেভাবে দেশের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, যেভাবে গণতন্ত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে, তার তীব্র বিরোধিতা করে আজ অঙ্গীকার নেওয়ার দিন। সংবিধানের অপমান মানব না, সংবিধানকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেব না। বিজেপি সরকার যেভাবে গণতন্ত্রের গণধর্ষণের চেষ্টা করছে, আমাদের এই লড়াই তার বিরুদ্ধে।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় পথশ্রী প্রকল্পের ৯ হাজার কিমিরও বেশি নতুন গ্রামীণ রাস্তা

প্রতিবেদন : বিধানসভা নির্বাচনের আগে পথশ্রী প্রকল্পকে সামনে রেখে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে বড়সড় প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একদিনেই রাজ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন করতে চলেছে রাজ্য। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত এই বিশাল কর্মসূচির দিন নির্ধারণ হলেও, তার আগে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুতির জন্য একাধিক নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

শনিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। সেখানে প্রতিটি জেলায় ব্লকভিত্তিক উদ্বোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওইদিন সংশ্লিষ্ট ব্লকে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোথায় নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, কত দূরত্বে নির্মাণ হয়েছে এবং কোন প্রকল্পের অর্থে হয়েছে—এসব জানাতে হোর্ডিং, ব্যানার, ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চালাতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই প্রতিটি নতুন রাস্তার শুরু এবং শেষের পয়েন্টে বোর্ড লাগিয়ে স্পষ্ট জানাতে হবে মোট ব্যয়, রাস্তার দৈর্ঘ্য এবং নির্মাণে কত সময় লেগেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন পাঠাবে পঞ্চায়েত দফতর।

গত নভেম্বরেই পথশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ পরিদর্শক দল তৈরি করা হয়েছে। সেই দলের সদস্যরা বিভিন্ন জেলায় রাস্তা নির্মাণের মান, গতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যান্য দিক নজরে রাখছেন। জেলাশাসকদেরও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, মূলত গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ করা এবং দূরবর্তী গ্রামগুলিকে দ্রুত সংযোগের আওতায় আনা—এই লক্ষ্যেই পথশ্রী প্রকল্পে এত বড় মাত্রায় কাজ করা হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে, একদিনেই বিপুল সংখ্যক এই গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন রাজ্যবাসীর জন্য বিশেষ বার্তা বয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

■ প্রখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত স্বপন চৌধুরীর ৮০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে প্রধান অতিথি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ হাওড়ার ৩৭ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের এসআইআর সহায়তা শিবির পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। ছিলেন সুশোভন চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

নবম-দশমের নথি যাচাইয়ের তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : আগামীকাল সোমবার প্রকাশিত হবে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউয়ের তালিকা। নবম-দশমের পরীক্ষায় বসেছিলেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী। নবম-দশমের ক্ষেত্রে সকলের ওএমআর শিট আপলোড করতে চলছে এসএসসি। জানা গিয়েছে, খরচে রাশ টানতে স্কুল শিক্ষা দফতর এসএসসিকে এক বিশেষ পরামর্শ দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নিজের ছাড়া অন্য কারও ওএমআর শিট দেখার জন্য যেন পরীক্ষার্থীদের মূল্য ধার্য করা হয়। ফলে অন্য কোনও প্রার্থীর ওএমআর-এর প্রতিলিপি দেখতে চাইলে, চার গুণ ফি দিতে হবে। যদিও এসএসসি শেষ পর্যন্ত এই পরামর্শ মানবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ কমিশনের সিদ্ধান্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে শনিবার সকালে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে তাঁকে প্রায় ৪০ ফুট টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল একটি গাড়ি। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তির নাম নিমাই সাইনি। জখম ব্যক্তি পেশায় দুধ ব্যবসায়ী

আমার বাংলা
7 December, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ডেবরায় লোধা-শবর এলাকায় ১ কিমি নতুন ঢালাই রাস্তার সূচনা

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরায় লোধা শবর এলাকা পেল ঢালাই রাস্তা। খুশি এলাকাবাসী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৬ নং জলিমান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকসাহাপুরে লোধা শবর এলাকা পেল ঢালাই রাস্তা। স্বভাবতই খুশি তাঁরা। ক'দিন আগেই রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর থেকে ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা তৈরির জন্য। ক'দিন আগেই তার কাজ শুরু হয়। কাজের সূচনা করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নারী শিশুকল্যাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু। ইতিমধ্যে ঢালাইয়ের কাজ শেষ। দ্রুত এই ঢালাই রাস্তা দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করতে পারবেন। কর্মাধ্যক্ষ জানান, ডেবরা সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে আদিবাসী, লোধা, শবর, হো, মাহাতো সহ একাধিক আদিবাসী এলাকায় অনেকগুলি রাস্তা হবে। আমরা সেই নিয়েও রাজ্য এবং জেলায় আলোচনা করেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। এলাকাবাসীও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই রাস্তা করে দেওয়ার জন্য। এবার শুরু যাতায়াতের অপেক্ষা।

ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করছেন শান্তি টুডু। শনিবার।

তিন জেলার পঠনপাঠন খুঁটিয়ে দেখলেন রাজ্যের শিক্ষাসচিব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলি জেলার প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত পঠনপাঠন-সহ শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করে গেলেন রাজ্যের শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমার। এদিন ঘণ্টাতিনেক তিন জেলাকে নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। ছিলেন বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অমিয়কুমার দাস সহ অন্য জেলার পদাধিকারীরাও। এদিন বিনোদকুমার জানিয়েছেন, এসআইআর নিয়ে কিছু কিছু জায়গায় চাপ হচ্ছে। এই সমস্যা সাময়িক। এখন এসআইআরের কাজ শেষের দিকে, দুটোই করতে হবে। স্কুলের পঠনপাঠনে যাতে কোনও ঘাটতি না হয় সেজন্য শিক্ষকদের বলা হয়েছে। তিনি এদিন জানান, ফিল্ড ভিজিট করে এখানে পর্যালোচনা করা হল। আগে ভার্চুয়াল মোডে এই আলোচনা হত। তিনি জানান, রাজ্যে শিক্ষার অবস্থা ভাল জায়গাতেই আছে। সব জেলাতেই ভাল কাজ হয়েছে। এরপরও কোথায় কী ফাঁক রয়েছে, কী করে সেই ফাঁক পূরণ করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুর্বল পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী শিক্ষা পাওয়ার বিষয়টি ঠিক আছে, স্কুলও যথেষ্ট আছে। প্রাথমিকে পড়ুয়াদের সংখ্যা ভাল কিন্তু সেকেন্ডারিতে কিছু কিছু পড়ুয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে স্কুলে ফেরানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নাহলে তাদের কারিগরি শিক্ষার দিকে উৎসাহিত করতে হবে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যাতে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া যায় এটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

জেলাশাসক ও পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বিনোদ কুমার।

পুলিশের রক্তদান

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পুলিশ লাইন্সে গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজ ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল শনিবার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালির গৌরবময় উপস্থিতিতে। জেলার পুলিশ লাইন্সে গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত কুচকাওয়াজ এবং রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে গৃহরক্ষী বাহিনীর ৬৩তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন করা হয়। রক্তদাতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পুলিশ সুপার। শিবিরে কেবলমাত্র পুলিশ কর্মীরাই রক্তদান করেন।

দিন-রাতের ক্রিকেট

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের সেন্ট্রাল পার্ক ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে একদিনের দিন-রাতের শর্ট ক্রিকেট প্রতিযাগিতা। এবারে চতুর্থ বছরে এই প্রতিযোগিতা। অংশ নিচ্ছে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার খেলোয়াড়রা। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাব সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা শ্যামল রায় জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারি সেন্ট্রাল পার্ক কালীমন্দির সংলগ্ন মাঠে এই প্রতিযোগিতা হবে। ১৬টি দল অংশ নিচ্ছে। নয়জন করে পাঁচ ওভার করে খেলা। বিজয়ীরা পাবে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও ট্রফি। বিজিতরা ২০ হাজার এবং ট্রফি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় বেশ কিছু পুরস্কার।

রাজ্য পুলিশের বড়সড় সাফল্য ৮৩ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দুই থানার যৌথ অভিযানে মিলল বড় সাফল্য। প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার দুই। শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে নাদনঘাট থেকে নাদনঘাট থানার পুলিশ একটি চারচাকা গাড়িকে ধাওয়া করে। হুগলির দিকে যাওয়া গাড়িটি হঠাৎ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পূর্বস্থলী থানা এলাকার পারুলিয়ার দিকে যেতে শুরু করে। এরপরে পূর্বস্থলী থানাকে জানায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। সেই মতো পারুলিয়ার কাছে ওই গাড়িটিকে আটকায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। দুটি থানারই যৌথ অভিযানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমেত প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। দু'জনকেই গ্রেফতার করে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ৯৮টি প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো ছিল প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা। ধৃত রাজু দাসের বাড়ি দক্ষিণ শ্রীরামপুর বাজার এলাকায় ও বাবলি মল্লিকের বাড়ি ডুমুরডুহো দাদপুরে। পূর্বস্থলী থানার পুলিশ অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে আবেদন করে আদালতে পেশ করে।

কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরি জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের দিক থেকে হুগলির দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি থানার যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে।

ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারণা ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রথমে সমাজমাধ্যমে বন্ধুত্ব, পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল বর্ধমান মহিলা থানা। নাম আজাহার হোসেন, বাড়ি কেতুগ্রামে। ধৃতকে আজ বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী পশ্চিম বর্ধমানের একটি সরকারি হাসপাতালের কর্মী। শুক্রবারই তিনি বর্ধমান মহিলা থানায় অভিযোগ করেন। জানান, ধৃত নিজেকে রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল কনস্টেবল' বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং বাড়ি কলকাতায় বলে জানিয়েছিল। পরিচয় ও পেশা গোপন রেখে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল বলে অভিযোগ। প্রতারণার পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল।

শীত পড়তেই অতিথি পাখিরা এসে গেল দিঘার মৎস্যখামারে

সংবাদদাতা, দিঘা : উত্তুরে হাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে শীতের আগমনি বার্তা যেন প্রকৃতিতে শীতল আভা বয়ে আনছে। গায়ে গরম চাদরের পাশাপাশি নলেনগুড়ের সুগন্ধি ভরিয়ে তুলছে পরিবেশ। সেই সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ এখন শীতের অতিথিদের আগমন। সমুদ্রশহর দিঘার প্রবেশদ্বারের কাছে মেরিন ড্রাইভ লাগোয়া প্রায় ৫০ হেক্টর জায়গায় অবস্থিত বিশাল জলাশয় এখন পাখিদের কলতানে ভরপুর। প্রায় ২ বছর আগে এই মৎস্যখামার সংস্কারের জন্য পাখিরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এ বছর নভেম্বর থেকেই ফের শীতের অতিথিদের আগমনে মুখরিত হয়ে উঠছে মৎস্যখামারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। পর্যটকরাও অপরূপ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে ভিড় জমাচ্ছেন মৎস্যখামার চত্বরে। মূলত মৎস্যখামারের বন ও জলাধারে নিশিবক, শামুকখোল, পানকৌড়ি, পাতি সরালি, খড় হাঁসের মতো হরেক অতিথি পাখি ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বিদেশি পরিযায়ী পাখিরও আগমন ঘটেছে এখানে। সারাদিন ডানা ঝাপটানোর পাশাপাশি কখনও কখনও জলের মধ্যে নেমে পড়ছে তারা। খামারের পাশেই একাধিক গাছপালার ডালেই সময় কাটাচ্ছে শীতের অতিথিরা। শীতের পর ফিরে যায় তারা। বর্তমানে শীতের আগমন সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আরও অতিথি পাখির আগমন ঘটবে বলে আশাবাদী পরিবেশবিদরা। মৎস্যখামারের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বলাইলাল করণ বলেন, শীতের সময় মূলত এই সমস্ত পাখিদের আনাগোনা বাড়ে। তাই চোরাশিকারিদের উপদ্রব রুখতে সর্বক্ষণ নজরদারি চলে। এছাড়াও বাইরে থেকে কেউ পাখি দেখতে এলে ভেতরে প্রবেশে নিষেধ জারি রয়েছে। বাইরে থেকেই উপভোগ করতে হবে তাদের। কাঁথির রেঞ্জ অফিসার অতুলপ্রসাদ দে বলেন, তাপমাত্রা আরও নিম্নমুখী হলে আরও অতিথি পাখির আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

আমার বাংলা
7 December, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রস্তুতি সভা

■ কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাসমেলা ময়দানে জনসভা করবেন দলনেত্রী। এই উপলক্ষে জেলার চলছে জোর প্রস্তুতি। শনিবার আলোচনা ও প্রস্তুতি সভা হয়। ছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, যুবনেতা সায়নদীপ গোস্বামী, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি রাজেন্দ্র বৈদ্য প্রমুখ। সভায় তিল ধারণের জায়গা থাকবেনা। কানায় কানায় ভরে উঠবে সভার মাঠ। কোচবিহারের বাসিন্দারা জননেত্রীর অপেক্ষায় আছেন।

শ্রমিকের মৃত্যু

■ ভিনরাজ্যে ফের টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হল মালদহের শ্রমিকের। মঙ্গলবাড়ির ওই শ্রমিকের নাম জামিরুল সেখ। হায়দরাবাদে কাজ করতেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, হঠাৎই আসে মৃত্যুর খবর, কারণ হিসাবে বলা হয় টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে শ্রমিকের পরিবার। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন।

লাইভে আত্মহত্যা

■ সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করে আত্মঘাতী যুবক! মালদহের ঘটনা। মৃতের নাম দুর্লভ সাহা। পরিবারের অভিযোগ, দাম্পত্য কলহের কারণেই আত্মহত্যা। কয়েক বছর আগে মৌসুমি সাহার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দুই সন্তানের জন্মের পরও তাদের সম্পর্কে অশান্তি ক্রমশ বাড়ছিল। পরিবারের দাবি, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মৌসুমি স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। এরপর চাঁচলে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। দূরত্ব বাড়তে থাকে দু'জনের মধ্যে। সেই থেকেই দাম্পত্য টানাপোড়েন তীব্র হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। শুক্রবার রাতে আচমকাই সামাজিক মাধ্যমে লাইভ শুরু করেন দুর্লভ। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোটরক্ষার মিছিল

■ কোনও বৈধ ভোটর যেন বাদ না যায়, পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করার বার্তা দিয়ে রায়গঞ্জে ভোটরক্ষার মিছিল করল জেলা আইএনটিটিইউসি। শুক্রবার রায়গঞ্জের ঘড়িমোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। শেষ হয় রায়গঞ্জ এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ডে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি রামদেব সাহানি। ছিলেন অন্য নেতা-কর্মীরা।

বানারহাটে চিতাবাঘ-মানুষ সংঘাত রুখতে সুন্দরবনের আদলে ঘেরা হচ্ছে চা-বাগান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: চিতাবাঘ-মানুষ সংঘাত ঠেকাতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল বন দফতর। সুন্দরবনের আদলে ডুয়ার্সের চা-বাগান সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলকে বিশেষ জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। কিছুদিন আগে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের কলাবাড়ি চা-বাগান শ্রমিক বস্তি থেকে এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায় চিতা। চিতাবাঘের হামলায় জখম হন একাধিক শ্রমিক। এরপর বন দফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে পাঁচটি চিতাবাঘ। তারপরও আতঙ্ক কাটেনি। শ্রমিকদের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই চা-বাগানের মাঝের রাস্তায় প্রায়ই ঘোরাফেরা করে চিতাবাঘ।

ইতিমধ্যেই বন দফতর চা-বাগানে একটি বড় খাঁচা পেতেছে। কিন্তু ভয় কাটেনি। সেই কারণেই জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগের উদ্যোগে সুন্দরবন থেকে আনা হল বিশেষ জাল। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের চারদিক ঘিরে যে জাল ব্যবহৃত হয়, যাতে বাঘ বাইরে বেরোতে না পারে— সেই একই পদ্ধতি এবার ডুয়ার্সে। শুক্রবার বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের পক্ষ থেকে কলাবাড়ি চা-বাগানের হুলাস লাইন বস্তির সীমানা জুড়ে উঁচু করে সেই বিশেষ জাল লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। বনকর্তাদের মতে, জাল লাগানো হলে বস্তিতে চিতাবাঘ ঢুকতে পারবে না। শ্রমিকদের দাবি, কয়েকদিন আগেও দুটি গবাদি পশুকে মেরে ফেলেছে চিতাবাঘ। সন্ধ্যার পর রাস্তা দিয়ে চলাফেরা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বন দফতরের উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসীরা। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, ডুয়ার্সে বর্তমানে চিতা-মানুষ সংঘাত হাতি-মানুষ সংঘাতের মতোই বেড়েছে। এই বস্তিতেই চিতাবাঘের হামলায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। সেই কারণে সুন্দরবন থেকে বিশেষ জাল আনা হয়েছে। সুন্দরবনে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সুফল মিলেছে। তাই আমরাও পরীক্ষামূলকভাবে জাল লাগানোর কাজ শুরু করেছি।

■ জোরকদমে চলছে জাল দিয়ে ঘেরার কাজ।

বিজেপির গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত ৩ তৃণমূল কর্মীর পরিবারের পাশে দল

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূলের মিছিলে ঢুকে হঠাৎ করে অস্ত্র নিয়ে হামলা বিজেপির গুন্ডাদের। শুক্রবার রাতে কোচবিহারের শিকারপুরের এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন তৃণমূল কংগ্রেসের তিন কর্মী। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। শনিবার সকালে আক্রান্ত ওই তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, নিজেদের পায়ের তলার মাটি খুইয়ে গুন্ডামি করছে বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই আতঙ্ক বাড়ছে বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। ভোটের লড়াইয়ে না পেরে তৃণমূলকর্মীদের ওপর আক্রমণ করে নোংরা রাজনীতি করছে। তৃণমূলের তিন কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিকারপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান আজিজুল মিয়ার অবস্থা গুরুতর। শিলিগুড়িতে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে দল। প্রসঙ্গত, কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে শুক্রবার সন্ধেয় একটি মিছিলের আয়োজন করে জেলা তৃণমূল। মিছিলেই সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ওই মিছিলেই অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পরে বিজেপির গুন্ডারা। এরপরই এলাপাথাড়ি অস্ত্র চালাতে থাকে বলে অভিযোগ। জখম হন তিনজন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

■ আক্রান্ত কর্মীদের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়।

পুলিশের তৎপরতায় ৫ বছরে ১৫ যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: তৎপর পুলিশ। দ্রুত জমা পড়েছে চার্জশিট। আর তাতেই পর পর শাস্তি হয়েছে দোষিদের। এদের মধ্যে শনিবার ২০২০ সালে এক যুবতিকে নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় দোষী তিনজনকে শনিবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর নির্দেশ দিল বালুরঘাট জেলা আদালত। সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পাঁচ বছরে জেলা আদালতে ১৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে দশ, কুড়ি বছরের সাজাও রয়েছে একাধিক।

আমাদের মতো ছোট্ট জেলায় এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। হোম-কাণ্ডে রাজ্য কাঁপানো দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি মামলায় যাবজ্জীবন থেকে শুরু করে, অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক কর্মী প্রতুলবাবু খুনের মামলায় কঠোর সাজা সবই তুলে ধরেন তিনি। তদন্তে পুলিশের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়াও আইনমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আইনমন্ত্রী যে শক্তিশালী টিম তৈরি করে দিয়েছেন, তার ফল মিলছে। রাজ্য সরকারের অপরাধ কমানোর উদ্যোগই এই কঠোর সাজাগুলি সম্ভব করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামে ওয়াটার এটিএম

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: জেলাপরিষদের উদ্যোগে ওয়াটার এটিএম পাচ্ছে দক্ষিণদিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা অঞ্চল। শনিবার শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা। ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা বর্মন-সহ এলাকার বাসিন্দারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভূগর্ভস্থ জল দিন দিন গভীরে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ জলে প্রচণ্ড পরিমাণে আয়রন ও ফ্লোরাইড থাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে সর্বত্রই। শহর অঞ্চলে পুরসভা থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও পরিশোধিত পানীয় জলের অভাব রয়েছে গ্রাম অঞ্চলগুলিতে। মালঞ্চ গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জলের। এদিন জেলা পরিষদের পক্ষে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সোলার পাওয়ার ওয়াটার এটিএম-এর শিলান্যাস করায় খুশি এলাকাবাসী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত ছয় নম্বর ডাঙা অঞ্চলের মালঞ্চা গ্রামে একটা ওয়াটার এটিএম শিলান্যাস হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী চায় যে প্রান্তিক এলাকার মানুষরাও পরিশোধিত পানীয় জল পান করুক। এই ওয়াটার এটিএমের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৫৩ টাকা।

■ শিলান্যাসে জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার রাতে বাঁকুড়ার জয়পুরের আশুরালি গ্রামে বঁটির আঘাতে স্ত্রী মুক্তা মণ্ডলকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী অলোক মণ্ডল। শনিবার সকালে নজরে এলে প্রতিবেশীদের থেকে খবর পেয়ে পৌঁছয় পুলিশ

আমার বাংলা
7 December, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

খসড়ায় একজন ভোটারের নামও বাদ গেলে যে আন্দোলন হবে তা দেখেনি দেশ

আউশগ্রামের ভোটরক্ষা শিবিরে অরূপ

■ পূর্ব বর্ধমানের ভোটরক্ষা শিবিরে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে 'সার'-ইস্যুতে বৈঠক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

সংবাদদাতা, আউশগ্রাম : খসড়া তালিকায় একজন বৈধ ভোটারের নামও বাদ গেলে যে আন্দোলন হবে তা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ দেখেনি। এই ভাষায় এসআইআর-ইস্যুতে সুর চড়ালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। একই সঙ্গে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে কত ধানে কত চাল বলেও আক্রমণ শানান তিনি। শনিবার আউশগ্রাম ১ ও ২ নং ব্লকে দলীয় বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে এসে শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এভাবে সুর চড়ান মন্ত্রী। প্রথমে তিনি যান আউশগ্রাম ২ ব্লকের গ্যাঁরাই অঞ্চলে ব্লক সভাপতির অফিসে। সেখানে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডলের উপস্থিতিতে তাঁকে বরণ করেন ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। এরপর ব্লকের এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য অরূপ বিশ্বাসকে বুঝিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্লকের বিএলএ ২ এবং দলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখে রওনা দেন আউশগ্রাম ১ ব্লকের গুসকরায় বিধায়ক কার্যালয়ে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার-সহ ব্লক ও শহর নেতৃত্ব। সেখানে ব্লকের এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখেন। এদিন প্রথম থেকেই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে কাঠগড়ায় তোলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাংলার অপমান, বাংলার বঞ্চনা ও বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ বিজেপি এবার বাংলার ভোটাধিকার হরণ করতে এসেছে। তাই বাংলার ভোটাধিকার রক্ষায় কর্মী-সমর্থকদের সকলকে নিয়ে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী।

কুলটিতে মন্ত্রীর হাতে চালু হল ইএসআই ডিসপেন্সারি

■ আনুষ্ঠানিক সূচনায় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। শনিবার।

সংবাদদাতা, কুলটি : পশ্চিম বর্ধমানে কুলটির সীতারামপুরে শনিবার শ্রমজীবী মানুষদের জন্য মন্ত্রী মলয় ঘটক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন কর্মচারী রাজ্য বিমা প্রকল্পের আওতায় নতুন একটি ডিসপেন্সারি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সীতারামপুরের উপ-বয়লার কার্যালয় ভবনকে সংস্কার করে তৈরি হয়েছে এই ডিসপেন্সারি। রাজ্য শ্রম দফতরের উদ্যোগে এবার থেকে কুলটি, সীতারামপুর, নিয়ামতপুর, ডিশেরগড়-সহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার ইএসআই কার্ডধারী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দূর আসানসোল বা অন্যত্র না গিয়ে নিজের এলাকাতেই পাবেন চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে ওষুধ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ছাড়াও পুর প্রতিনিধি, শ্রম দফতরের আধিকারিক, ইএসআই কর্তা-সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যই রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রাধিকার। এই ডিসপেন্সারি চালু হওয়ায় কুলটির শ্রমিক ভাইবোনেরা এবার থেকে এখানেই সহজে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকেরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এতদিন অসুস্থ হলে আসানসোল যেতে হত, অনেক সময় ও টাকা নষ্ট হত। এখন দোরগোড়ায় চিকিৎসা পেয়ে সত্যিই বড় উপকার হবে।

খড়্গপুরে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা বার্তা

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলায় বাল্যবিবাহের হার খুব কম নয়। তবে এই বিষয়ে জোরদার নজর রেখেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইন দফতর। শুক্রবার খড়্গপুর ২ ব্লকের আয়মা গোপালপুর এলাকায় চাইল্ড ম্যারেজ এবং চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, এডিএম জেলা পরিষদ মৌমিতা সাহা, জেলা পরিষদের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরে কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, খড়্গপুর ২ ব্লকের বিডিও সুব্রত ঘোষ-সহ অন্যরা। এদিন চাইল্ড ম্যারেজ এবং চাইল্ড প্রোটেকশন বিষয়ে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। নাচ-গান-আবৃত্তিতেও অংশ নেয় পড়ুয়ারা। চাইল্ড লাইনের হেল্প লাইন নম্বর তাদের জানানো হয়। ১৮ বছরের আগে বিয়ে নয়,পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে স্কুলপড়ুয়াদের বার্তা দেন বিধায়ক অজিত মাইতি।

বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প

■ কাজের সূচনায় পুরপ্রদান সুপ্রকাশ গিরি।

সংবাদদাতা, কাঁথি : এবার রাজ্যের উন্নয়নের ধারা পৌঁছে গেল একেবারে বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনেই শুরু হল ড্রেন নির্মাণের কাজ। আর এর পরই রাজ্য সরকারকে নিয়ে মিথ্যাচার আর দুর্নাম করার জন্য বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতার বাড়ি অর্থাৎ কাঁথি পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। বর্ষাকাল এলেই যার কারণে সমস্যায় পড়তেন এলাকার সাধারণ মানুষ। মাসখানেক আগে রাজ্য সরকারের পাড়া শিবিরের কর্মসূচি থেকে এলাকায় নতুন ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাব উঠে আসে। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকারের তরফে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৬৭ টাকায় নতুন একটি ড্রেন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো ড্রেনের নির্মাণকাজের সূচনা করে কাঁথির পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি বলেন, আমরা চাই বিরোধী দলনেতা পরিবার নিয়ে বসবাস করুন। উনি যতই আমাদের সরকারকে গালমন্দ করুন, আমরা আমাদের উন্নয়ন থেকে ওঁকে বা কোনও এলাকাবাসীকে বঞ্চিত করব না।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে ১৩ লক্ষের ৪টি কাজের সূচনা

■ বিষ্ণুপুরে পুর ওয়ার্ডে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের কাজ শুরু হল।

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে এলাকার প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের দিয়ে অভিনবভাবে বিষ্ণুপুর পুরসভার দুটি ওয়ার্ডে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে ১৩ লক্ষের ৪টি কাজের শিলান্যাস হল শনিবার। বাঁকুড়ার প্রাচীন মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে রয়েছে ৬৪টি বুথ। মুখ্যমন্ত্রীর আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পে বুথ-পিছু ১০ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে এলাকার উন্নয়নে। সেই অনুযায়ী বিষ্ণুপুর পুরসভায় ৬৪ বুথে মোট ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হবে। এর মধ্যে শনিবার দুটি পুর ওয়ার্ডে ১৩ লক্ষ টাকা খরচে শুরু হল নতুন চারটি কাজ। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর লেনে মানুষের দাবিতে নতুন ড্রেন তৈরি হবে প্রায় ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ২৮৪ টাকায়। পাশাপাশি এই ওয়ার্ডের আদিবাসীপাড়ায় একটি আইসিডিএস কেন্দ্রের কিচেন সেট তৈরি হবে ৩ লক্ষ টাকায়। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কেবিন গোড়ায় ২ লক্ষ টাকার বেশি খরচে করে হবে সাবমার্সিবল পাম্প ও জলের ট্যাঙ্ক যা বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেবে। এই ওয়ার্ডের ভৈরবতলায় তৈরি হবে যমুনা বাঁধের স্নানঘাট। মহকুমা শাসক এবং চেয়ারম্যান বিধায়কের গৌতম গোস্বামীর উপস্থিতিতে এই ৪টি কাজের অভিনব উদ্বোধন করা হল এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক এবং শিশুদের দিয়ে। নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পেরে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় সাফল্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সর্বভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় খাড়বান্ধি এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ের নজরকাড়া সাফল্য এল। সর্বভারতীয় বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এই বিদ্যালয়। এই সাফল্যে জেলার নাম উজ্জ্বল করল ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার এই বিদ্যালয়। এটিএল টিঙ্কারিং ল্যাবরেটরির অনুদান পাওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশের প্রায় ৮ হাজার

বিদ্যালয়কে পিছনে ফেলে ২০২৫ সালে দুটি বিভাগে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে বিদ্যালয়টি। প্রতিযোগিতায় আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক অগ্নি সতর্ককারী যন্ত্র, ধোঁয়া শনাক্তকারী যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় পথবাতি-সহ মোট ১৪১টি কর্মসূচি ছিল। যার মধ্যে ৭০টি সেন্সর নির্ভর আধুনিক পরীক্ষাও ছিল। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষকশিক্ষিকা ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে জমা পড়া সব নম্বর যুক্ত হয় বিদ্যালয়ের স্কোরে। গত অগাস্ট থেকে বিদ্যালয়টি আটালআপ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাঠ্যসম্ভার, ভিডিও, স্থিরচিত্র ও বহু নির্বাচনী প্রশ্ন জমা দিয়ে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন করে।

১০
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

7 December, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে খুন, দ্রুত গ্রেফতার অভিযুক্ত ৪

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বীরভূমের নানুরের পাতিসারা গ্রামে তৃণমূল বুথ সভাপতি রাসবিহারী সরদার ওরফে দোদনকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় নানুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করল। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতেই নানুরে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার তাদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবে কী কারণে তারা খুন করল। নানুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গ্রামে অন্নপূর্ণা পুজোর চাঁদা কত টাকা করে করা হবে সেই নিয়ে গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক চলাকালীন স্থানীয় কিছু বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতী রাসবিহারীর বিরোধিতা করে জানায় তারা এই নির্ধারিত চাঁদা দিতে চায় না। কিন্তু এই বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত গ্রামবাসীর সহমতে একটি চাঁদা নির্ধারিত হয় অন্নপূর্ণাপুজোর জন্য। তখন রাসবিহারী যুবকদের কাছে জানতে চান গোটা গ্রাম একমত হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা বিরোধিতা করছেন। সেই নিয়ে বাধে বিবাদ। আচমকা

রাসবিহারী সর্দার, খুন-হওয়া তৃণমূল নেতা।

চার যুবক রাসবিহারীকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর করে। তিন গ্রামবাসী বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করে আহত করে উন্মত্ত যুবকেরা। গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ভয় দেখায় বাধা দিলে তাদের পরিণতি খারাপ হবে। এরপর গুরুতর অবস্থায় রাসবিহারীকে ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায় ওই যুবকেরা। রাসবিহারীর পরিবারের সদস্যরা, জানিয়েছে যাদের জন্য মৃত্যু হল, তাদের যেন কঠিন শাস্তি হয়।

বাবার বকুনিতে আত্মঘাতী ছেলে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গলসি থানার পারাজে বাবার বকুনিতে অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক কিশোর। নাম আদিত্য হাজরা (১৩)। পারাজ গ্রামে তার বাড়ি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে ঘরে সিলিং ফ্যানের হুকে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে ঝুলতে দেখেন বাবা। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। বাবার বকুনিতে অভিমানে সে আত্মঘাতী হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। মৃত কিশোরের বাবা মিঠুন হাজরা বলেন, গত চার-পাঁচ বছর আগে স্ত্রী আমাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। বাড়িতে আমি ও ছেলে একসঙ্গেই থাকতাম। ঘটনার দিন সকালে কাজে বেরনোর আগে আমার সঙ্গে ছেলের সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। তাকে বকাঝকা করি। দুপুরে বাড়ি ফিরে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই।

দুর্গাপুর উৎসবের সূচনা

উদ্বোধনে অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : মহাসাড়ম্বরে তৃতীয় বর্ষের দুর্গাপুর উৎসব ২০২৫-এর সূচনা হল শুক্রবার। সূচনা করেন তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক এবং প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, জেলাশাসক পান্নাভলম এস, পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরি, দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। উৎসব চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিকতার ছন্দ এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের পরিবেশনা।

উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমার বিপরীতে উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার উদ্যোগে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তোরণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন পুরপ্রধান দিলীপ যাদব ও কাউন্সিলররা।

সার নিয়ে দুর্নীতি

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : জেলার সার ডিলারদের কালোবাজারি রুখতে কৃষি দফতরের কর্তারা পরিদর্শনও শুরু করেছেন। গত কয়েক দিনেই জেলায় একাধিক ডিলারকে শোকজ় করেছে কৃষি দফতর। রাসায়নিক সার বিক্রির ব্যাপারে নিষেধ ছাড়াও সারের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগে ৬ মাসের জন্য পূর্বস্থলীর এক ডিলারকে সাসপেন্ডও করেছে কৃষি দফতর। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, চাষিদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

দ্বিজেন-স্মরণ

প্রতিবেদন : বিশিষ্ট দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের ৯৯তম জন্মদিন ওকাকুরা ভবনে পালন করা হল। বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ওঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন এবং ওঁর পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন। ওঁর ছাত্রছাত্রীরা গানের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁদের গুরুকে। কৃষ্ণা জানালেন, তাঁর গানের জন্য বাঙালির হৃদয়ে তিনি এখনও বিরাজমান।

নিষেধাজ্ঞা না মেনে কৃষিজমিতে আগুন, নষ্ট জমি এবং ফসলও

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মাঠ জুড়ে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে পুড়ে নষ্ট মাঠের পাকা ধান, পাশাপাশি বাসিন্দারাও চিন্তায় আগুন বাড়ি অবধি না পৌঁছে যায়! দমকলকর্মী ও স্থানীয়রা হাত লাগান আগুন নেভানোর কাজে। ঘাটাল থানার দন্দিপুর গ্রামে বিঘার পর বিঘা জমিতে রয়েছে পাকা ধান। মেশিন দিয়ে কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা নারায় ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা আছে, অমান্য করেই এই কাজ চলছে। শুধু ঘাটালে নয় চন্দ্রকোণার ক্ষীরপাইবুড়ি পুকুর মাঠ, দাসপুরের শ্যামসুন্দরপুর-সহ ঘাটাল মহকুমা জুড়ে জমিতে আগুন আর আগুন। সেই আগুন নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। কৃষি দফতর প্রচার চালাচ্ছে জমিতে আগুন লাগাবেন না। কারণ জমিতে আগুন লাগালে মাটিপুড়ে উর্বরতা হারায়। তাছাড়াও জমিতে থাকা কৃষকদের বন্ধু পোকার মৃত্যুও ঘটে। ফলে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। তা সত্ত্বেও কৃষকেরা বিঘার পর বিঘা জমিতে ধরিয়ে দিচ্ছেন আগুন। যা নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের।

পরিচালক আতিউল ইসলামের সাইকো থ্রিলার 'দানব' ছবির ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চে অভিনেতা পিয়ার খান, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী রূপসা মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক সমিধ মুখোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিপিপি অলোক সান্যাল-সহ অন্যরা।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বাবু

সংবাদদাতা, হাওড়া : খানিকটা সুস্থ হয়ে ন'দিনের মাথায় বাড়ি ফিরলেন হাওড়ার নিশ্চিন্দায় দুষ্কৃতীর গুলিতে জখম হওয়া তৃণমূলের গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বাবু মণ্ডল। গত ২৭ নভেম্বর রাতে নিজের বাড়ির অদূরে গুলিবিদ্ধ হন তিনি এবং তাঁর সঙ্গী অনুপম রানা। দুজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়ার এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে বাবুকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। এরপর এসএসকেএম হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবু। স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত বাসু নিশ্চিন্দারই রবীন্দ্রপল্লি এলাকার বাসিন্দা।

ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামলেন সপারিষদ পুরপ্রধান সুনীল

সংবাদদাতা, বারাসাত : লক্ষ্য এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। তাই ঝাঁটা হাতে রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কারের নামলেন সপারিষদ পুরপ্রধান। শুক্রবার সকালে বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় কাউন্সিলদের নিয়ে বারাসাতের ডাকবাংলো মোড় থেকে চাঁপাডালি মোড় পর্যন্ত যশোর রোডের পাশের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নামেন। আগামী দিনে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাসদর পরিষ্কারে এভাবেই লাগাতার কাজ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন পুরপ্রধান। শুধু পরিষ্কারই নয়, পুনরায় যাতে কেউ রাস্তায় বা রাস্তার পাশে নোংরা না ফেলে, তার জন্য যেমন পুরবাসীকে সচেতন করা হবে, পাশাপাশি বাড়ানো হবে নজরদারি। ফল না মিললে আগামী দিনে জরিমানার পথেও হাঁটতে বাধ্য হবে পুরসভা। এদিন পুরপ্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা অভিজিৎ নাগচৌধুরি, দেবব্রত পাল, ডাঃ বিবর্তন সাহা সহ পুর আধিকারিকরা। সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছেন। দল আমাকে পুনরায় দায়িত্ব দিয়েছে। দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে বারাসাতবাসীর সেবায় আজ পথে নেমেছি।

দুই বাস মুখোমুখি, আহত বারো যাত্রী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দুই যাত্রিবাহী বাসের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে আহত ১২,আহতদের ভর্তি করা হয়েছে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-কাটোয়া রোডের ভাতারবাজার এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাতার থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ভাতার বাজার এলাকায় টোটোকে পাশ দিতে গিয়ে কাটোয়া

অভিমুখী যাত্রীবাহি বাসের সঙ্গে বর্ধমানগামী যাত্রিবাহী বাসের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন ১২ জন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বর্ধমান-কাটোয়া রোড।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১০ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছিল ইন্টারপোল। এশিয়ার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' বন্যপশু পাচারকারী ইয়াংচেন লাচুংপাকে সিকিম থেকে গ্রেফতার করেছে মধ্যপ্রদেশে স্টেট টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স এবং ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর যৌথ বাহিনী

চরম বিশৃঙ্খলা, যাত্রী- হয়রানি, বেলাগাম টিকিটমূল্য: মনিটরিং কোথায় কেন্দ্রের?

ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে অপসারণের ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি : বিমান চালকদের বিশ্রামের সময় সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর করতে গিয়ে ইন্ডিগো বিমান সংস্থা যেভাবে দেশ জুড়ে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে তাতে যাত্রী পরিষেবা কার্যত লাটে উঠেছে। দেশ জুড়ে ব্যাপক সংখ্যক বিমান বাতিল, আকাশছোঁয়া টিকিটের দাম, অপ্রতুল পরিষেবা এবং হাজার হাজার যাত্রী আটকে পড়ার ঘটনায় চাপে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও মনিটরিং নেই বিমান চলাচল মন্ত্রকের। দুদিন ধরে পরিস্থিতি সামলাতে ল্যাজেগোবরে হয়ে সমালোচনার মুখে এবার কেন্দ্র ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে অপসারণের উদ্যোগ নিতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র মারফত ইঙ্গিত। চূড়ান্ত যাত্রী হয়রানি রুখতে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রতীকী কিছু ব্যবস্থা অপদার্থ মন্ত্রকের। ইঙ্গিত মিলেছে, ইন্ডিগো বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে একটি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। তার আগে শনিবার সন্ধ্যায় দেশের বিমান চলাচল মন্ত্রক ইন্ডিগোর আধিকারিকদের তলব করেছে। কিন্তু এসবই হবে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর। সরকারি সূত্রে খবর, দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ বাজারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে রাখা এই বাজেট ক্যারিয়ারের উপর বড় ধরনের আর্থিক জরিমানা চাপানোর বিষয়টি নিয়েও বিবেচনা চলছে। বিমান বাতিলের ঘটনা দেশব্যাপী চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় ইন্ডিগোর বিমান পরিচালনার সংখ্যা কমানোর বিষয়টি নিয়েও

সরকার আলোচনা করছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এটি কার্যকর হলে তা হবে ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে এযাবৎকালের সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপের ইঙ্গিত।

এর আগে এলবার্স স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর বিমান সংস্থা গ্রাহকদের ভাল অভিজ্ঞতা

রবিবার রাত ৮টার মধ্যে বাতিল হওয়া টিকিটের টাকা যাত্রীদের ফেরাতে হবে ইন্ডিগোকে। নির্দেশ দিল কেন্দ্র।

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জনসমক্ষে ক্ষমা চেয়ে তিনি স্বীকার করেন যে শুক্রবার এক হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ইঙ্গিত, এটা স্পষ্ট যে ত্রুটি বিমান সংস্থারই ছিল, কারণ বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রকের নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনস (এফডিটিএল) কার্যকর করতে অন্য কোনও বিমান সংস্থার সমস্যা হয়নি। বিমান চালকদের জন্য দীর্ঘ বিশ্রামের সময় নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা যে সংশোধিত এফডিটিএল নিয়ম এনেছে, তার অধীনে প্রয়োজনীয় পাইলটদের সংখ্যা ভুলভাবে গণনা করার পর থেকে ইন্ডিগো অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। শুক্রবার এক হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে এবং শনিবার সকাল থেকে আরও কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এর ফলে যাত্রীরা বিমানবন্দরগুলিতে আটকে পড়েছেন এবং অন্য এয়ারলাইনে শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে টিকিট বুক করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। অনেকেই তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারএখন এফডিটিএল আদেশটি স্থগিত রেখেছে এই প্রত্যাশায় যে তিনদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। বিমান চলাচল মন্ত্রী জানিয়েছেন, ইন্ডিগোর এই সঙ্কট এখন সমাধানের দোরগোড়ায় এবং বিমান সংস্থাটির সম্পূর্ণ সক্ষমতায় পরিষেবা শুরু করতে হয়তো আরও দু'দিন সময় লাগতে পারে।

চাপের মুখে নতুন ভাড়াবিধি

নয়াদিল্লি: ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জেরে বেলাগাম ভাড়া বেড়েছে যাত্রী বিমান পরিষেবার। দেশের ভিতরে ইচ্ছেমতো ভাড়া হাঁকছিল বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলি। দিল্লি-সহ রাজ্যে রাজ্যে

ইন্ডিগোর উড়ান বাতিল হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীরা গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অন্যান্য বিমান সংস্থার বর্ধিত ভাড়া দিয়ে টিকিট কাটতে বাধ্য হচ্ছেন। টিকিটের দাম উঠেছিল লক্ষাধিক টাকা। বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলি কার্যত লুঠপাট চালাচ্ছিল। এই অবস্থায় দেশজুড়ে সমালোচনা শুরু হতেই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় সরকার। বেসরকারি এয়ারলাইন্সগুলিকে সতর্ক করার পরও তাতে কাজ না হওয়ায় এবার দূরত্ব অনুযায়ী বিমান ভাড়ার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, অযৌক্তিক ভাড়া বৃদ্ধির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীস্বার্থে এই পদক্ষেপ। নতুন ভাড়াবিধি দেশের ভিতরে বা অন্তর্দেশীয় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিমানের ইকোনমি ক্লাসের টিকিটের জন্য প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রাপথের জন্য ইকোনমি ক্লাসের অন্তর্দেশীয় বিমান ভাড়া কোনওভাবেই ৭৫০০ টাকার বেশি হওয়া চলবে না। ৫০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভাড়া হবে ১২০০০ টাকা। ১০০০ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার যাত্রাপথে সর্বোচ্চ ভাড়া ১৫০০০ টাকার নীচে থাকতে হবে। ১৫০০০ কিলোমিটারের উপরে সর্বোচ্চ বিমান ভাড়া হতে পারে ১৮ হাজার টাকা।

সংসদে প্রশ্নের রেকর্ড তৃণমূলের

নয়াদিল্লি: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রশ্নের ঝড় তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথম চারদিনের মধ্যে তৃণমূল সাংসদরা রেকর্ড সংখ্যক ১০০টি প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছে মোদি সরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে রাজ্যের বকেয়া ২ লক্ষ টাকা, মোদি সরকারের কার্যকালে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দেশে কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত, সাইবার অপরাধ, কৃষি মন্ত্রকের শূন্যপদ, দুর্গাপুজোর সময়ে স্পেশাল ট্রেন চালনা, মেট্রো রেলের তত্বাবধান, আবাস যোজনার বকেয়া, খাদ্য সুরক্ষা আইনে বঞ্চিত ৭৯ লক্ষ লোকের অর্ন্তভুক্তি সহ কোনও বিষয়েই তৃণমূল সাংসদদের করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি কেন্দ্র। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার উপ- দলনেতা শতাব্দী রায় বলেন, তৃণমূল মোদি সরকারকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবে না। কেন তারা রাজ্যকে বঞ্চনা করছে, সংসদে দাঁড়িয়েই তাদের উত্তর দিতে হবে। সরকার বিকৃত তথ্য দিচ্ছে, তবে আমরা থামবো না, প্রশ্ন করা আমাদের অধিকার।

রাজনৈতিক চক্রান্তে মনরেগার প্রাপ্য আটকে কুৎসিত নজির

সাংবাদিক সম্মেলনে সরব শতাব্দী, সাগরিকা

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

দুই ইস্যু নিয়ে ডিসেম্বরের দিল্লির ঠান্ডা আবহে ঝড় তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। একদিকে আদালতের নির্দেশের পরেও বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা। অন্যদিকে, প্রকাশ্যে মোদি সরকারের মিথ্যাচার। বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে চলেছে বিজেপি। সত্য গোপন করছে। বাংলার শিল্পায়নে সব রাজ্যকে যে টেক্কা দিচ্ছে সেটা ঢাকতেই এই মিথ্যার রাজনীতি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চরম সীমায় পৌঁছেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শনিবার বিকেলে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বলেন, ১০০ দিনের কাজ বা মনরেগার ৫২ হাজার কোটি

টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আদালতের নির্দেশকেও এই সরকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। মোদি-শাহকে বুঝতে হবে সংসদ গাজোয়ারির জায়গা নয়। মানুষের প্রতিনিধি সাংসদরা। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য সরকার। মনরেগা নিয়ে বিজেপির চরম নৈরাজ্যের রাজনীতিকে কটাক্ষ করে লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় বলেন, ২০২২ সালে মনরেগার টাকা বন্ধ করার সময় বাংলা সেরা ছিল। ধরা যাক, কোনও মিডিয়া হাউসের সেরা সাংবাদিকের পুরস্কার পেলেন জনৈক সাংবাদিক। অথচ তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হল। এটা অনেকটা সেরকমই। খেটে খাওয়া মানুষের অন্ন যাঁরা কাড়ছেন তাঁদের কেউ ক্ষমা করবে না। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেকে ও'ব্রায়েন কেন্দ্রের কাছে জানতে চান, আপনারা দেশকে জানান, কবে থেকে বাংলার বকেয়া টাকা দেবেন।

বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় নিউ ইয়র্কে গুরুতর আহত এক ভারতীয় যুবতী। দু'দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যু হয়েছে তাঁর। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে

শেখ হাসিনা কতদিন ভারতে থাকবেন তা তিনিই ঠিক করবেন

বাংলাদেশকে বার্তা ভারতের বিদেশমন্ত্রীর

গণতন্ত্র ফেরানো ও ভারসাম্যের সম্পর্কে জোর

নয়াদিল্লি: শেখ হাসিনা ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যর্পণের আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শনিবার তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে থাকাটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, যা তাঁকে এই দেশে আসার জন্য বাধ্য করা পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত। সম্প্রতি ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজার পর তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এই প্রেক্ষাপটে জয়শঙ্করের এদিনের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গত বছর আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন হাসিনা। বর্তমানে দিল্লির এক অজ্ঞাতবাসে আছেন তিনি। গতবছরের হিংসাত্মক আন্দোলনে শত শত মানুষ নিহত ও হাজার হাজার আহত হওয়ার মতো অশান্ত পরিস্থিতিতে হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসেন। গত মাসে ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁর সরকারকে গত বছর ছাত্র-নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদ বিক্ষোভের উপর নির্মম দমন-পীড়নের জন্য 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে' অভিযুক্ত করেছে। পাশাপাশি ৭৮ বছর বয়সি হাসিনাকে আত্মপক্ষ

সমর্থনের সুযোগ ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এরপর দফায় দফায় বাংলাদেশ সরকারের তরফে শেখ হাসিনার ভারতবাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এই অবস্থায় হাসিনা যতদিন চান ততদিন ভারতে থাকতে স্বাগত কিনা, শনিবার হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে এই প্রশ্ন করা হয় জয়শঙ্করকে। বিদেশমন্ত্রী বলেন, দেখুন, এটা একটা ভিন্ন বিষয়, তাই না? তিনি (শেখ হাসিনা) একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এখানে এসেছেন, এবং আমি মনে করি সেই পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে তাঁর ভাগ্যে কী ঘটবে তার একটি কারণ। কিন্তু আবারও বলছি, এটা এমন একটা বিষয় যেখানে তাঁকে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাসিনা ইস্যুতে এর বেশি মন্তব্য করতে চাননি জয়শঙ্কর। উল্টে তিনি নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করে প্রতিবেশী দেশটিতে একটি বিশ্বাসযোগ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর ভারতের অবস্থানকে জোর দেন।

বাংলাদেশের অতীত রাজনৈতিক সমস্যাগুলির উল্লেখ করে জয়শঙ্কর বলেন, আমরা শুনেছি যারা এখন ক্ষমতায় আছে, তাদের আগের নির্বাচন কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা নিয়ে আপত্তি ছিল বাংলাদেশের মানুষের। এখন, যদি বিষয়টি নির্বাচনই হয়, তবে প্রথম কাজ হবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করে জয়শঙ্কর তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং প্রতিবেশী দেশের প্রতি ভারতের গণতান্ত্রিক পছন্দের উপর জোর দিয়ে বলেন, যতদূর আমাদের প্রশ্ন, আমরা বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করি। আমরা মনে করি একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে, যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পছন্দ করে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে যা কিছুই বেরিয়ে আসুক না কেন, সম্পর্কের বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং আশা করি পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।

বাংলার শিল্পায়ন সার: কেন্দ্রকে তোপ শতাব্দী, সাগরিকার

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছে মোদি সরকার। এটা গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আদর্শ উদাহরণ নয়। এটা সরকারের কদর্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার উদাহরণ। বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। বাংলার বকেয়া টাকা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে ফের দরবার করতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা, এদিন দিল্লিতে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। মুর্শিদাবাদে ধর্মীয় উত্তেজনা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির ক্ষেত্রে বিজেপির অপচেষ্টা সফল হবে না, বলেন এই দুই সাংসদ। এর পাশাপাশি ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যু নিয়েও কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন শতাব্দী, সাগরিকা। আগামী সপ্তাহে সংসদে আলোচনার কথা বললেও রাজ্যসভা ও লোকসভায় কবে শুরু হবে আলোচনা, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও নির্ঘন্ট দেয়নি কেন্দ্র। সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম্ গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু এসআইআর নিয়ে আলোচ্যসূচি জানানো হয়নি। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তহীনতা ফের কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দিল্লিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় বলেন, বারবারই দেখা যায় মোদি সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, মিথ্যাচার করছে। এবার তা হতে দেব না। এসআইআর ইস্যুতে সংসদের দুই কক্ষেই আলোচনা করতে হবে মোদি সরকারকে। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে পালিয়ে যেতে দেব না।

বার কাউন্সিল ভোটে মহিলাদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষণ

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে (বিসিআই) নির্দেশ দিয়েছে যে আসন্ন রাজ্য বার কাউন্সিল নির্বাচনগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিতে মহিলাদের বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্ব চেয়ে দায়ের করা একটি পিটিশনের শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়। শুনানির সময় বিসিআই আদালতকে জানায় যে এই ধরনের সংরক্ষণ কার্যকর করতে হলে অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টে সংশোধনের প্রয়োজন হবে। বিসিআই-এর পক্ষে উপস্থিত বরিষ্ঠ আইনজীবী গুরুকুমার আদালতকে আরও অবহিত করেন যে কয়েকটি রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে নিয়মে পরিবর্তন আনা কঠিন। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি কান্ত বিসিআইকে বলেন, আমরা আশা করি বিসিআই এমনভাবে নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করবে যাতে রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়; এই অবস্থানটি কার্যনির্বাহী পদাধিকারীদের কিছু পদের ক্ষেত্রেও পাওয়া উচিত।

এদিকে, পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা আইনজীবী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা, সেই বিষয়ে বিসিআই যখন সংশয় প্রকাশ করেছে, তখন আদালত সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন (এসসিবিএ) দ্বারা আয়োজিত একটি কর্মশালার ফলাফলের কথা উল্লেখ করে। প্রধান বিচারপতি জানান, এসসিবিএ-এর সদস্য হওয়ার জন্য ৮৩ শতাংশ মহিলা আইনজীবী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যোগমায়া এমজি এবং শেহলা চৌধুরী কর্তৃক দায়ের করা পিটিশনগুলির ভিত্তিতে এই শুনানি হয়। পিটিশনে তাঁরা সমস্ত রাজ্য বার কাউন্সিলে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্তত একটি পদাধিকারীর পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি জানান।

আবার অনিশ্চিত সংকটজনক খালেদার বিদেশযাত্রা

ঢাকা: এখনও সংকটজনক বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। তাঁকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাওয়া ঘিরে ফের জটিলতা তৈরি হল। রবিবারও তাঁর লন্ডনে যাওয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' জানিয়েছে, ফের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যাওয়ার তারিখ। খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স সংক্রান্ত জটিলতাও রয়েছে। এখনও ঢাকায় কোনও এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছয়নি। খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা ছিল কাতারের। বিএনপি জানিয়েছিল, কাতারের আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স শনিবারই ঢাকায় পৌঁছবে এবং রবিবার প্রবীণ নেত্রীকে নিয়ে তা লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই তারিখও পিছিয়ে গিয়েছে। রবিবার খালেদার লন্ডন যাওয়া হচ্ছে না। সব ঠিক থাকলে মঙ্গলবার তাঁকে লন্ডন নিয়ে যাওয়ার কথা।

নামকরণ করুন মুখ্যমন্ত্রীই

(প্রথম পাতার পর) দাঁড়িয়েছেন তার ঋণ কোনওকালেই শোধ করা যাবে না। এবং অবশ্যই বলতে হবে সাংসদ সামিরুল ইসলামের কথা। একেবারে পরিজনের মতো পাশে থেকেছেন। ওঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে দিল্লির অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন সোনালি। ওদের মতো অমানবিক কেউ হয় না। বাংলায় কথা বলছি শুনে আমাদের তুলে নিয়ে গেল। বারবার অনুরোধ করেছিলাম। কার্ড দেখিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা শোনেনি। বিএসএফকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। আর কোনওদিন কাজ করতে দিল্লিতে যাব না। বাংলাতেই থাকব। দিদির উপর আমাদের অনেক আশা এবং ভরসা। সোনালি বললেন, এবার অপেক্ষায় আছি বাংলাদেশ থেকে কবে আমার পরিজনরা ফিরবেন। ওঁরা এলে তবেই বাড়ি ফেরার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে।

প্রত্যাখ্যান করবেন ছাব্বিশের ভোটে

(প্রথম পাতার পর) তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষের দায়িত্বে সভা। সভাপতিত্বে ছিলেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রেখেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মোশারফ হোসেন। এছাড়াও ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, মালা রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি, দেবাশিস কুমার, দেবাংশু ভট্টাচার্য, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া দত্ত, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, ঋজু দত্ত, প্রিয়দর্শিনী হাকিম, শ্রেয়া পাণ্ডে প্রমুখ।

লড়াই চলবে : জননেত্রী

(প্রথম পাতার পর) সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন। ১৯৯২-এর এই দিনটি ভারতবর্ষের বুকে কালো দিন হিসেবেই আজীবন থেকে যাবে। এই দিনেই ধ্বংস করা হয়েছিল বাবরি মসজিদ। তারপর থেকেই দেশের রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি হাওড়ার উত্তর বাকসাড়া পালপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছে ‘জ্ঞানজ্যোতি ও চেতবিজ্ঞান’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক সুব্রত সাহা। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

দুই কবির দুই শ্রেষ্ঠ কবিতা

সাতের দশকের দুই কবি গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

■ গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আমাকে জাগিয়ে রাখে’। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮১ সালে। তারপর একে একে বেরিয়েছে ‘ভাঙছে ঝরে পড়ছে’, নিকটে আমার দিন’, ‘যেদিকে জীবন’, ‘আলোকিত অপেরা’, ‘যেমন চেয়েছি আমি’, ‘স্মৃতি ঘন কুয়াশায়’, ‘এসো, ধুলো হিম অন্তরে’, ‘প্রেমের কবিতা’, ‘অনুপস্থিতির দিনগুলি’, ‘বার্মিংহামের মাংসের দোকান’, ‘তোমার শরীরে যত শীত’, ‘জলের ঢেউ জানে না’, ‘স্বপ্নজয়ী মানুষের মতো’, ‘আমি কি জেগেই আছি’, ‘নিবিড় অথচ সঙ্গোপন’, ‘আমার কবিতা’, ‘ছায়াবীথিতলে’, ‘পোশাকে মলিন ধুলো’, ‘সামান্য কামিনী ফুল’, ‘দশ হাজার প্রজাপতি উড়ে যায়’, ‘এখন আর ভূমিকম্প হয় না’, ‘পালিয়ে যাওয়ার কৌশল’, ‘মেঘের অন্দরমহল’।

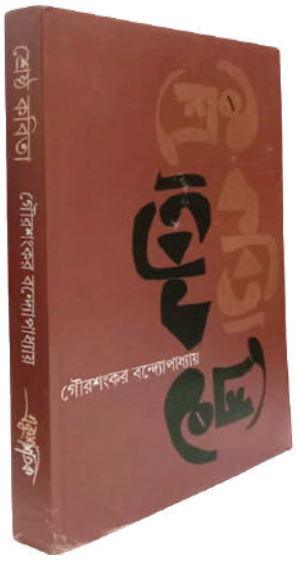

এই কাব্যগ্রন্থগুলো থেকে কিছু কবিতা নির্বাচন করে প্রকাশিত হয়েছে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। কোনও কোনও সময় বিরতি নিয়েছেন কবি, কোনও কোনও বছর প্রকাশিত হয়েছে একাধিক কাব্যগ্রন্থ। নির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। এক কাব্যগ্রন্থ থেকে অন্য কাব্যগ্রন্থে বদলে গেছে ভাষা, স্বর। নদীর মতো মাঝেমধ্যেই ঘটেছে বাঁকবদল। কখনও জেগে উঠেছেন বিষণ্ণ মানুষের মতো, কখনও নিভন্ত মোমবাতির পাশে কবিতাকে রেখে খুলে দিয়েছেন জানলা। নতুন শুরুর দিনে বৃহতের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছেন। চরম বাস্তববাদী এই কবি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন প্রেমের বেড়াজালে। শরীরে মেয়েমানুষের গন্ধ মেখে রপ্ত করেছেন পালিয়ে যাওয়ার কৌশল। ‘ছায়াবীথিতলে’ কবিতায় কবি লিখেছেন, ‘ছায়ার গভীরে এক অসমাপ্ত পথ পড়ে ছিল/ পথ নয় পথের মতো এক পায়ে চলা মাটি/ সেই মাটি যদি পথ হয়/ তখন অরণ্যের কথা মনে আসে।’

এই অংশে ঘটেছে গভীর ও প্রতীকী অনুভূতির প্রকাশ, যা একটি অসমাপ্ত যাত্রা, জীবনের অনিশ্চয়তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। আলোকিত হয়েছে মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও পথের গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়ার এক দার্শনিক উপলব্ধি। এইরকম দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় আরও অনেক কবিতায়। ‘জ্যোৎস্নার মতো সাদা’ কবিতায় তিনি লিখেছেন, ‘যতটুকু পারো ঠিক ততটাই দিও/ তার বেশি নয়/ অনেক বাসনা ও ফন্দিফিকির/ দিয়ে/ কেউ কেউ আরো পেতে চায়/ ভাবে/ এভাবেই পরম প্রাপ্তি হতে পারে।’

কবি বলতে চেয়েছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোভ বা কৌশল অবলম্বন না করে, যা দেওয়া উচিত ঠিক ততটাই দেওয়া এবং নিজের কর্মে সন্তুষ্ট থাকা; অনেকেই অতিরিক্ত পাওয়ার আশায় ভুল পথে চালিত হয়, কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা পরম প্রাপ্তি আসে সরলতা ও সংযমের মাধ্যমে, অতিরিক্ত লোভের মধ্যে নয়। প্রকাশ ঘটেছে গভীর ভাবনার।

কোনওরকম সোচ্চার ভাব দেখা যায় না। কবিতাগুলো যেন নিচু স্বরে বলা কথা। আভরণহীন। শান্তভাবে এসে সহজেই মনের ঘরে বাসা বাঁধতে পারে। দাম ৩৫০ টাকা।

■ বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আমরা ও এইসব কুকুরেরা’। প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে ‘স্বাগত মায়াবী বিষাদ’, ‘হলুদ পৃথিবী’, ‘দূরত্ব বজায় রাখুন মশাই’, ‘আশ্বিনের মেঘ দূরে সরে যায়’, ‘আসুন কবিরা প্রেমিকেরা’, ‘অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ’।

এই কাব্যগ্রন্থগুলোর নির্বাচিত কবিতা একত্রিত করে প্রকাশিত হয়েছে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। একেকটা কাব্যগ্রন্থ একেকরকমের। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে মায়া। কবিতাগুলো অদ্ভুত ঘোরে আচ্ছন্ন করে রাখে। মনকে নিয়ে যায় অচেনা জগতে। যে জগতের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। আছে বাস্তবধর্মী কবিতাও। রক্তাক্ত স্বদেশ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। লোভকে দেখেন দুরন্ত চিতার মতো ওঁত পেতে থাকতে। মাঝেমধ্যে পুরনো পাড়ার কথা ভাবেন। শুনতে পান বন্ধুদের ডাক। ওম্ দেন না-বলা কথায়। চমকে ওঠেন খাবার প্লেটে নিজের রক্তাক্ত ছিন্ন মুন্ডু দেখে। আপন হতে চান গাছপালা ঝাউবন পাহাড়ের দেশের। ‘মধ্যবর্তী চেতনায়’ কবিতায় তিনি লিখেছেন, ‘ভয়ংকর ক্রোধ, অভিমান কিংবা ভালবাসা নয়/ মধ্যবর্তী চেতনায় সে দাঁড়িয়ে আছে।’ এখানে চরম আবেগ থেকে মুক্তি বা তার ঊর্ধ্বে এক নিরপেক্ষ, স্থির চেতনার কথা বলেছেন কবি, যেখানে ব্যক্তি সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ছাপিয়ে এক গভীর আত্ম-অবস্থানে স্থির হয়ে আছে। দেখা যায় আত্ম-উপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক প্রশান্তির ছবি।

অস্থির সময়ের কথা বলা হয়েছে ‘জমে ওঠা পাথরগুলি’ কবিতায়। কবি লিখেছেন, ‘বুকের মধ্যে জমে ওঠা পাথরগুলি/ দেখছে এখন পাহাড়তলির/ ধস ও পতন/ রডডেনড্রন লালরক্তে তুলছে তুফান/ পাথর এখন পথের পাশে জ্বালায় শ্মশান।’

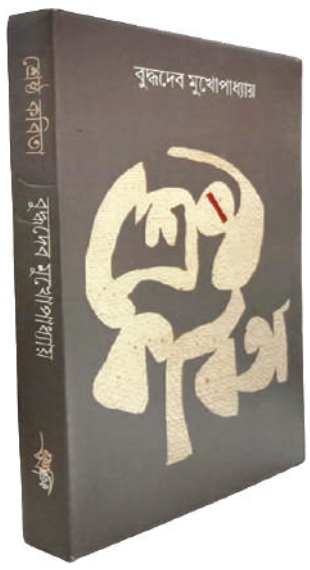

কবিতাগুলো গভীর, অর্থবহ। কোনও কবিতার মুখে ঝলমলে আলো, কোনও কবিতা মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছু কবিতা আপাত সহজ-সরল, কিন্তু তরল নয়। সবমিলিয়ে দেখা যায় আশ্চর্য বিষয় বৈচিত্র্য। দাম ৩০০ টাকা। আলোচ্য দুটি ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র প্রকাশক কলকাতার একুশ শতক। প্রচ্ছদশিল্পী দেবাশিস সাহা।

আমাদের মেঠোপথ

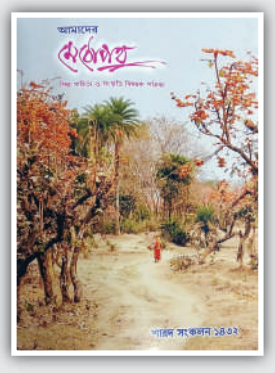

» ঝাড়গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ‘আমাদের মেঠোপথ’। কৃষ্ণ সৎপথীর সম্পাদনায়। শারদ সংখ্যায় নানা বিষয়ের প্রবন্ধ-নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন ফাল্গুনী ঘোষ, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৈমুর খান, ভবেশ বসু, বেবী সাউ প্রমুখ। গল্প লিখেছেন প্রবীরকুমার চৌধুরী, নরেশ জানা, মুনমুন সাউ প্রমুখ। কবিতায় মায়াজাল বিস্তার করেছেন আরণ্যক বসু, সৌমিত বসু, সুনীল মাজি, জুলি লাহিড়ী, অসীমা দে, হিরন্ময়ী মাহাত প্রমুখ। এছাড়াও আছে সুবর্ণরেখিক কবিতা, পাঠ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। ১২৪ পৃষ্ঠার ছিমছাম সংখ্যাটির দাম ৬০ টাকা।

শরৎশশী

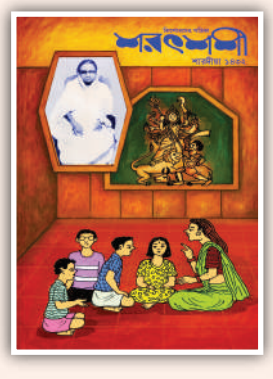

» ৪২ বছরেও টকটকে উজ্জ্বল ‘শরৎশশী’। পুরাতনী, ফিরে পড়া, কবিতা, বিশেষ রচনা, গল্প, নাটক, কমিকস, প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, বিদ্যালয় পত্র, একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে জমজমাট। অনিন্দ্য রুদ্র, অরূপ দাস, দীপঙ্কর গোস্বামী, গোবিন্দ মোদক, জ্যোতির্ময় দাস, চন্দ্রমৌলি ধর, স্বপনকুমার মান্না, সুবিমল মিশ্র, অনন্যা দাস, কমল বসু, দেবব্রত ঘোষ মলয়, তাপসতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য শংকর রায়, বাবলু স্বর্ণকার, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ দাশগুপ্ত, শ্যামাচরণ কর্মকার, হাননান আহসানের লেখাগুলি চমৎকার। সম্পাদক অরূপ দাস। ১৫০ টাকার পত্রিকার প্রচ্ছদশিল্পী সুদর্শন মুখোটি।

মধ্যবলয়

» দেখতে দেখতে ‘মধ্যবলয়’ ষাটতম সংখ্যায় পৌঁছে গেল। নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্টজনেরা। এখন দায়িত্বে দুলাল সমাদ্দার। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবারের সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য। কেন? যেমন সুজিৎকুমার রায় লিখেছেন ‘কর্মযোগী রবিঠাকুর’, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শিক্ষাবিদ তারকেশ্বর চট্টরাজ আলোচনা করেছেন ‘কুলাইরত্ন শ্রীচৈতন্য পার্ষদ বৈষ্ণব কবি বাসুদেব ঘোষঠাকুর’, মোরশেদুল আলমের ফিরে দেখায় ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম’ গবেষক-সহায়ক নিঃসন্দেহে। কবিতা লিখেছেন শিবব্রত দেওয়ানজি, আদিত্য সেন, প্রাণজি বসাক, অপর্ণা দেওঘরিয়ার মতো কবিরা। অরুণেশ্বর দাসের অণুগল্প কৌতূহল-উদ্দীপক। ৩৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির সংগ্রহমূল্য ৩০০ টাকা।

বিশ্বকাপে এমবাপের ফ্রান্সের উপরেই বাজি ধরছেন আর্সেন ওয়েঙ্গার

শেষ আটেই হয়তো মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথ

ওয়াশিংটন, ৬ ডিসেম্বর : ক্লাবের জার্সিতে একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছেন বহুবার। তবে বিশ্বকাপের আসরে লিওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো দ্বৈরথ দেখার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত হয়নি ফুটবলপ্রেমীদের। সেই অপেক্ষা শেষ হতে পারে আগামী বছরের বিশ্বকাপে। সব কিছু ঠিক থাকলে, কোয়ার্টার ফাইনালেই মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হতে পারে রোনাল্ডোর পর্তুগাল।

শুক্রবার রাতে ওয়াশিংটনে হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ ড্র। তাতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগাল বেশ সহজ গ্রুপেই পড়েছে। গ্রুপ 'জে'-তে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডনের সঙ্গে রয়েছে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, গ্রুপ 'কে'-তে পর্তুগালের সঙ্গে পড়েছে উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া ও ইন্টার কন্টিনেন্টাল প্লে-অফ থেকে উঠে আসা দল।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ

যদি আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল যদি নিজের নিজের গ্রুপের শীর্ষে শেষ করতে পারে, তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮টি দেশ। তাই অতিরিক্ত একটি রাউন্ড থাকছে নকআউট পর্বে। সেখানে আর্জেন্টিনা ও পর্তুগালের সহজ প্রতিপক্ষ পাওয়ার কথা। সেই রাউন্ড এবং শেষ ষোলো রাউন্ড জিতলে শেষ আটেই মুখোমুখি হবেন মেসি ও রোনাল্ডো। তবে মেসির বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে এখনও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। যদিও রোনাল্ডো জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সাতবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল। সেখানে পর্তুগিজরা জিতেছেন চারটি ম্যাচ। আর্জেন্টিনার জয় মাত্র একটি। দু'টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

গ্রিভসের ২০২, রক্ষা দলের

ক্রাইস্টচার্চ, ৬ ডিসেম্বর : জাস্টিন গ্রিভসের অনবদ্য ডাবল সেঞ্চুরির সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিশ্চিত হার বাঁচাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চতুর্থ ইনিংসে ৫৩১ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে, ৬ উইকেটে ৪৫৭ রান তুলে টেস্ট ড্র করল ক্যারিবিয়ান বাহিনী।

গ্রিভস ৩৮৮ বলে ২০২ রান করে নট আউট থাকেন। গতকাল শতরান সম্পূর্ণ করা শাই হোপ শনিবার ১৪০ রান করে আউট হলেও, টেলএন্ডার কেমার রোচের সঙ্গে অসমাপ্ত সপ্তম উইকেটে জুটিতে ৬৮.১ ওভারে ১৮০ রান যোগ করে দলের মুখরক্ষা করেন গ্রিভস। ২৩৩ বল খেলে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন রোচ। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৩.৩ ওভার ব্যাট করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রায় দু'দিন ধরে ব্যাট করে টেস্ট ড্র করার সুবাদে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পয়েন্ট পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিশ্বকাপের দল নাম দেখে হবে না

নেইমার নিয়ে আনচেলোত্তি

ওয়াশিংটন, ৬ ডিসেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মতোই সহজ গ্রুপ পেয়েছে পাঁচবারের খেতাবজয়ী ব্রাজিল। গ্রুপ 'সি'-তে ব্রাজিলের সঙ্গে রয়েছে মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি। বিশ্বকাপের ড্রয়ের স্বস্তির মধ্যেও ব্রাজিল সমর্থকদের জন্য রয়েছে অস্বস্তির খবর। পরের বছরের বিশ্বকাপে নেইমার জুনিয়রের খেলা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্বয়ং ব্রাজিল কোচ কার্লোস আনচেলোত্তি।

গত মে মাসে আনচেলোত্তি ব্রাজিলের হেড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট হতে না পারায় কোনও স্কোয়াডেই জায়গা পাননি নেইমার। ওয়াশিংটনে বিশ্বকাপের ড্র শেষে সংবাদমাধ্যমকে আনচেলোত্তি বলেছেন, নেইমার যদি অন্যদের চেয়ে ভাল হয়, যদি সে স্কোয়াডে থাকার যোগ্যতা দেখায়, তাহলে খেলবে। কিন্তু আমার কারও কাছে কোনও ঋণ নেই। নাম দেখে কাউকে দলে নেওয়া হবে না। আমি সেই খেলোয়াড়দের চাই যারা বিশ্বকাপ জিততে চায়।

৩৩ বছর বয়সী নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গুরুতর চোটের কবলে পড়েন। এরপর থেকে জাতীয় দলের বাইরে তারকা স্ট্রাইকার। তবে ক্লাব ফুটবলে মাঝেমধ্যে স্যান্টোসের হয়ে খেলে দলকে বাঁচানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। চোট নিয়েও কয়েকদিন আগে হ্যাটট্রিক করেছেন। তারপরও আনচেলোত্তির স্পষ্ট বার্তা, নেইমারকে নিয়ে কথা বললে অন্যদের নিয়েও বলতে হবে। ব্রাজিলকে ভাবতে হবে নেইমার থাকলেও, না থাকলেও।

বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগে মরক্কো, স্কটল্যান্ডকে সমীহ করছেন ব্রাজিল কোচ। গ্রুপ সেরা হয়েই নক আউটে যেতে চান আনচেলোত্তি।

টি-২০ ক্রিকেটে নজির রাসেলের

আবু ধাবি, ৬ ডিসেম্বর : বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে টি-২০ ফরম্যাটে ৫০০ উইকেট, ৫ হাজার রান এবং ৫০০ ছয় মারার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন আন্দ্রে রাসেল। আবু ধাবিতে আয়োজিত আইএল টি-২০ টুর্নামেন্টে আবু ধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে ডেজার্ট ভাইপার্সের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ান তারকা এই নজির গড়ছেন। ম্যাচে ব্যাট হাতে ৩৬ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ১ উইকেট নেন রাসেল। যদিও তাঁর দল ম্যাচটা ২ উইকেটে হেরে গিয়েছে।

পাঁচ হাজার রানের মাইলস্টোন অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এই ম্যাচে ৫০০ টি-২০ উইকেটও শিকার করে ফেললেন রাসেল। ৫৭৬তম ম্যাচে রাসেলের মোট রান ৯,৪৯৬। উইকেট ৫০০। ছক্কা হাঁকিয়েছেন ৭৭২টি। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা ডোয়েন ব্র্যাভো এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব আল হাসানের পর রাসেল তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে টি-২০ ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট ও ৫ হাজার রানের নজির গড়লেন।

স্টার্কের দাপটে ধুঁকছে ইংল্যান্ড

ব্রিসবেন, ৬ ডিসেম্বর : দিন-রাতের টেস্টে হারের দোড়গোড়ায় বেন স্টোকসরা! তৃতীয় দিনের শেষে স্কোরবোর্ডে ১৩৪ রান তুলতে না তুলতেই ৬ উইকেট খুইয়ে ইংল্যান্ড ধুঁকছে। ইনিংসে হার বাঁচানোর জন্য চাই আরও ৪৩ রান। কোনও অঘটন না ঘটলে, চলতি অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়ার ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

আগের দিনের ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান হাতে নিয়ে শনিবার মাঠে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫১১ রানে! সৌজন্যে মিচেল স্টার্ক। দুই অপরাজিত ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩) ও মিচেল নেসের (১৬) আউট হওয়ার পর, ব্যাট হাতে ১৪১ বলে ৭৭ রানের অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস খেলে দেন স্টার্ক। টেলএন্ডার স্কট বোল্যান্ডের (অপরাজিত ২১) সঙ্গে নবম উইকেটের জুটিতে ৭৫ রান যোগ করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন স্টার্ক। শেষ উইকেটে বোল্যান্ড ও ব্রেন্ডন ডোগার্ট আরও ২০ রান যোগ করেন। ফলে প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রানের বড় লিড নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

এরপর ব্যাট করতে নেমে, শুরুটা ভালই করেছিল ইংল্যান্ড। চা-পানের বিরতির সময় তাদের রান ছিল বিনা উইকেটে ৪৫। কিন্তু ওপেনিং জুটিতে ৪৮ রান ওঠার পর, বোল্যান্ডের শিকার হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন বেন ডাকেট (১৫)। এর পরেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে শুরু করে। অলি পোপ (২৬ রান) এবং জ্যাক ক্রলিকে (৪৪ রান) আউট করেন নেসের। প্রথম ইনিংসে ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকানো জো রুটও বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। তিনি ১৫ রান করে স্টার্কের শিকার হন। হ্যারি ব্রুকও ১৫ রান করে বোল্যান্ডের দ্বিতীয় শিকার হন। এরপর জেমি স্মিথকে (৪ রান) প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান স্টার্ক।

রুটকে আউট করে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসব স্টার্কের। শনিবার ব্রিসবেনে।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটের পর এই ইনিংসে এখনও পর্যন্ত স্টার্কের শিকার ২ উইকেট। দু'টি করে উইকেটে পেয়েছেন বোল্যান্ড ও নেসেরও। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন স্টোকস (অপরাজিত ৪) ও উইল জ্যাক (অপরাজিত ৪)। এই জুটিই এখন ইংল্যান্ডের শেষ ভরসা। তবে যা পরিস্থিতি, তাতে চার দিনেই ব্রিসবেন টেস্ট জেতার পথে এগোচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

ডোপের দায়ে নির্বাসিত সীমা

নয়াদিল্লি : ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ১৬ মাসের জন্য নির্বাসিত ডিসকাস থ্রোয়ার সীমা পুনিয়া। ৪২ বছরের অ্যাথলিট দেশের হয়ে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। ১০ নভেম্বর থেকে সীমার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থা বা নাডা থেকে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে সীমার নাম রয়েছে। তবে কোন দ্রব্য গ্রহণের জন্য সীমাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা জানানো হয়নি। এর আগে দু'বার সীমার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণের অভিযোগ উঠেছিল। পুনিয়া দেশের হয়ে শেষবার লড়াইয়ে নেমেছিলেন ২০২৩-এর অক্টোবরে। চিনের হাংঝাউয়ে এশিয়ান গেমসে সেবার ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। কমনওয়েলথ গেমসেও চারবার পদক জিতেছেন সীমা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দোহায় শুটিং বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথম দিনই ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতলেন সুরুচি সিং

মাঠে ময়দানে

7 December, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

ব্যারেটোদের জার্সি উদ্বোধন

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে শ্রাচী স্পোর্টসের পরিচালনায় বিএসএলের প্রথম সংস্করণ। রাজ্যের আটটি জেলা ফ্র্যাঞ্চাইজি দল অংশ নেবে প্রতিযোগিতায়। শনিবার কলকাতা ক্রীড়া সংবাদিক ক্লাবে হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্স এফসি-র জার্সি, লোগোর উদ্বোধন হল। হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ হয়ে ময়দানে নতুন ইনিংস শুরু করছেন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। দলে রয়েছেন পাওলো সিজারের মতো ব্রাজিলীয় ফুটবলার। ২৫ জন স্কোয়াড অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের। নতুন সোসাইটি গড়ে হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্সকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জার্সি উদ্বোধন এবং স্কোয়াড ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম সহসভাপতি প্রবীর ঘোষাল-সহ অন্যরা। আইএফএ কর্তাদের পাশাপাশি, ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কর্তারা এবং আলিভিটো ডি'কুনহার মতো প্রাক্তন তারকারাও উপস্থিত ছিলেন।

আর্সেনালের অবাক হার

লন্ডন : হারতে ভুলে গিয়েছিল আর্সেনাল। সেই তেতো স্বাদটা অবশেষে পেল তারা। ১৮ ম্যাচ অপরাজেয় থাকার পর শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-২ গোলে হেরে গেল আর্সেনাল। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে যোগ করা সময়ে ভিলার এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হল মিকেল আর্তেতার দলকে। ম্যাটি ক্যাশের গোলে প্রথমার্ধেই পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। বিরতির পর পরিবর্ত লিয়ান্দ্রো ত্রোসা সমতায় ফেরান আর্সেনালকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তের গোলে হার তাদের। এদিনের হারে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমল আর্সেনালের। সিটি এদিন সাদারল্যান্ডকে হারিয়ে দিল। ১৫ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৩১ পয়েন্ট সিটির।

আজ ফতোরদায় সুপার কাপ ফাইনাল

গোয়া জয়ের হুঙ্কার ইস্টবেঙ্গলের

ফাইনালের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। পাশে সাংবাদিক বৈঠকে মানোলো ও বিনো। শনিবার গোয়ায়।

প্রতিবেদন : এমন দু'টি দল এবার সুপার কাপ ফাইনাল খেলছে যারা গত তিন বছরে দু'বার সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেই ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়া রবিবার সুপার কাপ ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি। ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টিডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

২০২৪ সালের শুরুটা ইস্টবেঙ্গল করেছিল সুপার কাপ জিতে। ১২ বছর পর ট্রফি জিতে কার্লোস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে সেটাই শেষ বড় সাফল্য ছিল মশালবাহিনীর। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বড় সাফল্যের সামনে দাঁড়িয়ে কোচ অস্কার ব্রুজো। কিন্তু সেমিফাইনালে লাল কার্ড দেখায় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের ডাগ আউটে থাকবেন না অস্কার। সহকারী বিনো জর্জ ফাইনালে বেঞ্চে বসবেন। গোয়া-বধের রণনীতি অস্কার তৈরি করলেও ফাইনালে তাঁর বেঞ্চে না-থাকা ইস্টবেঙ্গলের জন্য সমস্যার হতেও পারে। তবে অভিজ্ঞ বিনো স্প্যানিশ কোচের বিদেশি সহকারীদের নিয়ে যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তৈরি। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে কার্যত হুঙ্কারের সুরেই বিনো জানিয়ে দিলেন, ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য খেলবে না। ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে নামবে। গোয়া ঘরের মাঠে খেললেও গ্যালারির শব্দব্রহ্ম থামাতে তৈরি ছেলেরা।

বিনোর কথায়, এই বছর তৃতীয় ফাইনাল আমাদের। এর আগে ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছি। আইএফএ শিল্ডেও ফাইনালে উঠে হেরে যাই। এবার প্রতিপক্ষ গোয়া খুবই ভাল দল। তবে আমরা এখানে লড়াই করে কাপ জিততেই এসেছি। আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। প্রতিপক্ষকে নিয়ে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব। আমাদের সমর্থকদের গর্বের মুহূর্ত উপহার দিতে চাই।

লাল-হলুদের স্বদেশি ও বিদেশি ফুটবলাররা সুপার কাপ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উজ্জীবিত। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হলে এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ মিলবে। তাই ক্রেসপোরা অনুপ্রাণিত ফাইনালে নামার আগে। লাল-হলুদের স্প্যানিশ মিডিও বললেন, গোয়ার হয়ে খেলবে বোরহা হেরেরা। ও আমার ভাল বন্ধু। ইস্টবেঙ্গলে ছিল। কিন্তু খেলা শুরুর পর কেউ কারও বন্ধু নয়। গোয়া নিয়ে কোচের পরিকল্পনা তৈরি। আমরাও প্রস্তুত।

লাল-হলুদের মরোক্কান ফরোয়ার্ড হামিদ আহাদাদ চোটের কারণে সেমিফাইনালে খেলতে পারেননি। রবিবারও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দু'দলই ৯০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচের ফয়সালা চায়। তবে টাইব্রেকারের জন্যও প্রস্তুতি সারা হিরোশি, বোরহাদের। গোয়ার স্প্যানিশ কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা সমীহ করছেন ইস্টবেঙ্গলকে। তিনি বলেন, আইএসএলে আসার পর এটাই ইস্টবেঙ্গলের সেরা দল।

পরের বছরই মোহনবাগান মাঠে ফিরছে ঘরোয়া লিগ

প্রতিবেদন : ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। শনিবার বিকেলে মোহনবাগান তাঁবুতে ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত নিশ্চিত করে দিলেন, আগামী মরশুমে মোহনবাগান মাঠেই হবে কলকাতা লিগের ম্যাচ।

ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, মোহনবাগান মাঠ তৈরি আছে। আমরা চাই ময়দানে নিজেদের মাঠে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ খেলা হোক সন্ধ্যায় নৈশালোকে। আইএফএ-র কাছে আমরা আবেদন করছি ময়দানে ফ্লাডলাইটে ম্যাচ দেওয়ার জন্য। জবাবে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মাঠ পাওয়া গেলে ময়দানে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ দিতে অসুবিধা নেই।

গত বছর মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা উত্তপ্ত হলেও এবার নির্বিঘ্নেই এজিএম সম্পন্ন হয়। তবে সদস্যদের অনেক প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হয়। সভা চলাকালীন ক্লাবের বাইরে সিনিয়র ফুটবল দলের ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ

ভারতসেরা সাব-জুনিয়র বাংলা দলকে সংবর্ধনা মোহনবাগানের। শনিবার।

খেলতে না-যাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ জানান সমর্থকদের একটি ফোরাম। ক্লাবে এজিএমে তখন সদস্যদের নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কর্তাদের। সচিব সৃঞ্জয় বোস বলেন, এটাই গণতন্ত্র। প্রশ্ন করার অধিকার সবার রয়েছে। আমরাও শুনেছি প্রত্যেকের বক্তব্য। ক্লাবের ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের রিপোর্ট অনুমোদন করা হয় এদিনের সভায়। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ করা হয়।

সভা শেষে সদ্য সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা দেন সৃঞ্জয় বোসরা। দলের প্রত্যেক ফুটবলার, হেড কোচ গৌতম ঘোষ, সাপোর্ট স্টাফের সদস্যদের আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হয়। আইএফএ সভাপতির পাশাপাশি মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা এবং প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসুরা উজ্জীবিত করেন ফুটবলারদের। এদিনের সভা থেকে ক্লাবের প্রবীণ সদস্যদের জন্য বিশেষ ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ৫০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ক্লাবের সদস্য থাকলে তাঁকে আর সদস্যপদ নবীকরণ করতে হবে না। ক্লাবের তরফে আজীবন সদস্যপদ পাবেন তিনি।

এদিকে শহরে ফেরার পর শনিবারই মোহনবাগানের জিম সেশনে যোগ দেন অস্ট্রেলীয় তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোস।

শামির দাপটেও বিশ্রী হার বাংলার

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে পুদুচেরির কাছে বিশ্রী হারে নক আউটে খেলার রাস্তা নিজেরাই জটিল করে ফেলল বাংলা। শনিবার হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে মহম্মদ শামির দুরন্ত বোলিং সত্ত্বেও বাংলাকে হার মানতে হল ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে। পুদুচেরির কাছে ৮১ রানের বিরাট ব্যবধানে হেরে পয়েন্ট টেবলে তিনে নেমে গেলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা।

সিরাজের রেস্তোরাঁয় শামি।

গ্রুপে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট বাংলার। নেট রান রেট কমে -০.৭৬৫। গুজরাত এদিন জিতে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই। সোমবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ ১৬ পয়েন্টেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা হরিয়ানা। অভিমন্যুরা শেষ ম্যাচ জিতলে এবং গুজরাত শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে হারলে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে বাংলা। কিন্তু হারলে দ্বিতীয় দল হিসেবে নক আউটে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুটা এদিন খারাপ করেনি বাংলা। শামি এদিনও ভাল বোলিং করে ৩ উইকেট নেন। বিপক্ষের টপ অর্ডার ভাঙেন তারকা পেসার। স্পিনার ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের ঝুলিতে ২ উইকেট। তা সত্ত্বেও পুদুচেরি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে দেয়। অধিনায়ক আমন খান ৪০ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন। জবাবে বাংলা মাত্র ৪ ওভারেই ৪৪ রানে পৌঁছে যায়। এরপরই শুরু বিপর্যয়। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বঙ্গ ব্যাটিং। ২৬ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৬ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। করণ লাল সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন। স্পিনার জয়ন্ত যাদব একাই নেন ৪ উইকেট।

চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কুড়ি হাজার রান রোহিত শর্মার

রো-কো আর যশস্বীতে মুঠোয় সিরিজ

বিশাখাপত্তনম, ৬ ডিসেম্বর : পাহাড়, সমুদ্র, রো-কো আর যশস্বী। শনিবাসরীয় রাতের পর এই যদি বিশাখাপত্তনম ট্যুরিজমের ক্যাচলাইন হয়, ভুল কোথায়? রোহিতের এটা মামাবাড়ি। তিনি রান করলেন। যশস্বী প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন। আর বিরাট? তাঁরও (৬৫ নট আউট) অনায়াস দাপট থাকল ৯ উইকেটে জয়ে । লোকে এখানে ঘুরতে আসে। তাদের রথ দেখা আর কলা বেচাও হল। টেস্টে ০-২ হেরো দল রো-কোর হাত ধরে সিরিজ তো জিতলই, ১০.১ ওভার বাকি রেখে ২৭১/১ তুলে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

গম্ভীর-আগারকর মিলে তাঁদের বিচারসভা বসাতে যাচ্ছিলেন, এটা বোধহয় ভুলতে পারছেন না রোহিত আর বিরাট। রাঁচি ও রায়পুরে সেঞ্চুরির পর বিরাটের লাফ মনে থাকবে। রোহিত উল্টো পথে হাঁটছেন। নিঃশব্দ প্রতিবাদ। পঞ্চাশের পর সামান্য ব্যাট তুললেন। তারপর আকাশের দিকে চোখ। হয়তো ভাবছিলেন, এরা কারা আমাদের বিচার করে! ততক্ষণে দ্রুততম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৩৮ ম্যাচে ২০,০০০ রান হয়ে গিয়েছে। ৭৫ করে কেশবকে উইকেট দিয়ে যাওয়ার সময় বিরাট পিঠ চাপড়ে দিলেন। বিরাটের পঞ্চাশের পর হাততালি দিতে দেখা গেল রোহিতকেও।

কুলদীপ বিরতিতে বলছিলেন, অনেকদিন পর শুকনো বলে বল করলাম। ইঙ্গিত রাঁচি আর রায়পুরের শিশিরে। ওখানে বল গ্রিপ করতে পারেননি। এতে প্রচ্ছন্ন বার্তা ছিল। রোহিত-যশস্বীর জন্য সাজানো বাগান সামনে। পরে মিলেও গেল। দু'জনে যেভাবে মার-মার করে শুরু করলেন তাতে বোঝা গেল যে, আলোর নিচেও শিশির বলে কিছু নেই এখানে। জানসেন প্রথম স্পেলে ১৭ রান দিয়েছেন। গেমপ্ল্যান ছিল জানসেনকে দেখে খেলে দাও। বাকিটা হয়ে যাবে।

প্রথম ওভারেই রিকেলটনকে(০) অর্শদীপ ফিরিয়ে দেওয়ার পর মনে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা চাপে পড়ল। কিন্তু সেটা যে ভুল তা পরিষ্কার হয়ে যায় পরের কয়েক ওভারে। কুইন্টন ডি'ককের সঙ্গে ততক্ষণে বাভুমার জুটি জমে গিয়েছে। ডি'কক প্রথম দুই ম্যাচে রান পাননি। এখানে প্রথম বলই খেললেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। বাভুমাও ছিলেন স্বাভাবিক ছন্দে। এই দু'জন মিলে ১১৩ রান তুলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দেন। তারপরও যে তারা ৪৭.৫ ওভারে ২৭০ রানে গুটিয়ে গেল সেটা প্রসিধ ও কুলদীপের জন্য।

রাহুল টসে জেতার পর ভারতীয় ড্রেসিংরুমের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। যেহেতু টস ভাগ্য একদম ভাল যাচ্ছে না ভারত অধিনায়কদের। রাহুলের টসে জেতা আর পঞ্চম বলে ওপেনার রিকেলটনের উইকেট তুলে নেওয়ার মধ্যে একটা বার্তা ছিল যে এবার দিন ঘুরছে। কিন্তু সহজে হয়নি। ডি'কক আর বাভুমা জুটিতে আফ্রিকানরা ততক্ষণে আর একটা তিনশো প্লাসের দিকে রওনা হয়েছে।

সেঞ্চুরির পর যশস্বীর উৎসব। (ডানদিকে) পুল মারছেন রোহিত। শনিবার বিশাখাপত্তনমে।

রো-কোর টানে স্টেডিয়ামে একটা আসনও খালি ছিল না। এমন যে হবে আন্দাজ করা গিয়েছিল। কিন্তু বিরক্তি বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি'কক জানেন স্পিনারদের ছন্দ নষ্ট করতে সেরা অস্ত্র সুইপ। প্রসিধ আর হর্ষিতকে দেদার পুল মেরেছেন তিনি। শর্ট বলে মিড উইকেট দিয়ে পরপর কয়েকটা চার-ছয় মারার পরও ভারতীয় পেসাররা লাইন বদল করেননি। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের ভূমিকা নিয়ে তাহলে তো প্রশ্ন উঠবেই।

দক্ষিণ আফ্রিকা ২ উইকেটে ১৬৮ থেকে পরপর উইকেট হারিয়েছে কুলদীপ ও প্রসিধের জন্য। শেষ ৮টি উইকেট পড়েছে ৯৮ রানে। কুলদীপ ১০ ওভারে ৪১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। পরের দিকে ব্রেভিস (২৯), জানসেন (১৭), বশ (৯) ও এনগিডি (১) তাঁর শিকার। তখন কুলদীপ উইকেট না নিলে দক্ষিণ আফ্রিকা আরও কিছুটা যেত। বিশাখাপত্তনমে দিনের বেলায় বেশ গরম। তার উপর স্টেডিয়ামের কাছে সমুদ্র হওয়ায় নোনা বাতাস আছে। এই আবহে পাটা উইকেট থেকে কুলদীপ কিন্তু টার্ন আদায় করেছেন।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা ছিলেন প্রসিধ। অথচ প্রথম দুই ওভারে তিনি ডি'কক, বাভুমার হাতে ব্যাপক মার খেয়েছেন। শেষমেশ ৯.৫ ওভারে ৬৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। আগের ম্যাচে ৮০ রানে ১ উইকেট নেওয়া সিমারের এই ভোলবদল নজর কাড়ার মতো। টপ অর্ডারে ডি'কক এবং পরে মার্করাম (১) ও ব্রিজকির (২৬) উইকেট নিয়েছেন প্রসিধ। তাঁর ও কুলদীপের পাশে একটি করে উইকেট অর্শদীপ ও জাদেজার।

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা : ডি'কক বোল্ড প্রসিধ ১০৬ (৮৯), রিকেলটন ক রাহুল বো অর্শদীপ ০ (৪), বাভুমা ক বিরাট বো জাদেজা ৪৮ (৬৭), ব্রিজকি এলবিডব্লু বো প্রসিধ ২৪ (২৩), মার্করাম ক বিরাট বো প্রসিধ ১ (৩), ব্রেভিস ক রোহিত বো কুলদীপ ২৯ (২৯), জানসেন ক জাদেজা বো কুলদীপ ১৭ (১৫), বশ ক ও বো কুলদীপ ৯ (১২), মহারাজ নট আউট ২৯ (২৯), এনগিডি এলবিডব্লু বো কুলদীপ ১ (১০), বার্টম্যান বোল্ড প্রসিধ ৩ (৭)। অতিরিক্ত: ১২। মোট (৪৭.৫ ওভারে অল আউট): ২৭০ রান। বোলিং: অর্শদীপ ৮-১-৩৬-১, হর্ষিত ৮-২-৪৪-০, প্রসিধ ৯.৫-০-৬৬-৪, জাদেজা ৯-০-৫০-১, কুলদীপ ১০-১-৪১-৪, তিলক ৩-০-২৯-০। **ভারত :** যশস্বী নট আউট ১১৬ (১২১), রোহিত ক ব্রিজকি বো মহারাজ ৭৫ (৭৩), বিরাট নট আউট ৬৫ (৪৫)। অতিরিক্ত: ১৫। মোট (৩৯.৫ ওভারে ১ উইকেটে): ২৭১ রান। বোলিং: জানসেন ৮-১-৩৯-০, এনগিডি ৬.৫-০-৫৬-০, মহারাজ ১০-০-৪৪-১, বার্টম্যান ৭-০-৬০-০, বশ ৬-০-৫৩-০, মার্করাম ২-০-১৭-০।

রোহিত, আমি এখনও জেতাতে পারি, এটাই অনেক : বিরাট

হাফ সেঞ্চুরির পথে বিরাট। শনিবার বিশাখাপত্তনমে

বিশাখাপত্তনম, ৬ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়নরা এভাবেই মাঠে জবাব দেন। বিরাট কোহলি সেটাই করে দেখালেন। তিন ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি! ১৫১ গড়ে মোট ৩০২ রান। স্বাভাবিকভাবেই সিরিজের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন বিরাট। শেষ চারটে (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটা ধরে) একদিনের ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি, দু'টি হাফ সেঞ্চুরি! নিজেকে এই বয়সেও প্রমাণ করে চলেছেন কিং কোহলি।

সেরা পুরস্কার হাতে বিরাট বলেন, এই সিরিজে যেভাবে ব্যাট করেছি, সেটা আমাকে বাড়তি তৃপ্তি দিচ্ছে। আমি নিজের মান বজায় রাখতে চেয়েছিলাম। দলের স্বার্থে অবদান রাখতে চেয়েছিলাম। তিনটে ম্যাচে আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে হয়েছে। চেয়েছিলাম পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করতে। সেটা করতে পেরেছি বলে ভাল লাগছে।

তাঁর এবং রোহিত শর্মার ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বিরাট বলছেন, এতগুলো বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কাটানোর পর এখন আর কোনও চাপ অনুভব করি না। শুধু ক্রিকেটার হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও পরিণত হয়েছি। আসল কথা হল, দলের জন্য পারফর্ম করতে পারছি কি না। রোহিতও অনেক বছর ধরে খেলছে। জিততেই হবে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সেরাটা বেরিয়ে আসে। রোহিত ও আমি এখনও দলের জয়ে অবদান রাখতে পারছি, এটা দেখেই ভাল লাগছে।

এই সিরিজে দু'টি সেঞ্চুরির মধ্যে প্রথমটিকেই এগিয়ে রাখছেন কিং কোহলি। তাঁর বক্তব্য, রাঁচির সেঞ্চুরিটাই সেরা। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর অনেক দিন খেলার মধ্যে ছিলাম না। তবে প্রস্তুতিটা ভাল করেই নিয়েছিলাম। তাই শুরু থেকেই জড়তাহীন ব্যাটিং করতে পেরেছিলাম। নেতিবাচক কোনও চিন্তা আমার মধ্যে ছিল না। তাই খোলা মনে ব্যাট করতে পেরেছিলাম। আমি কৃতজ্ঞ যে, যে পরিকল্পনা নিয়ে এই সিরিজে খেলতে নেমেছিলাম, সেটা ভালভাবে করতে পেরেছি। চাপমুক্ত থাকলে সহজাত ভাবেই বড় শট খেলতে পারি। কীভাবে ইনিংস গড়তে হয়, সেটা এতদিনের অভিজ্ঞতায় জানি।

এদিকে, টেস্ট এবং টি-২০ ফরম্যাটে দেশের হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন আগেই। এবার পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটেও সেঞ্চুরির করে ফেললেন যশস্বী জয়সওয়াল। ম্যাচের সেরা হয়ে যশস্বী বলেছেন, আমি দারুণ খুশি। প্রথম দুটো ম্যাচে রান পাইনি। তাই কিছুটা চাপে ছিলাম। রোহিত ভাই শুরুতে অনেক সাহায্য করেছে। আমি নিজেও শুরুতে একটু সতর্ক ছিলাম। লক্ষ্য ছিল ম্যাচটা শেষ করে আসার। সেটা হয়েছে। বিরাট ভাইও ক্রিজে এসেই বড় শট নিতে শুরু করে। এতে আমিও চাপমুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

7 December, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

প্রথম বিধবা বিবাহ

১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। অর্থাৎ আজকের দিনেই, কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসেছিল ভারতের প্রথম বিধবা বিবাহের আসর। মূল উদ্যোক্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঐতিহাসিক এই ঘটনার পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম, হার না-মানা মানসিকতা, অসীম সাহস এবং জেদ। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

চণ্ডীমণ্ডপে মুখোমুখি

পল্লিগ্রামের নিঝুম সন্ধ্যা। জ্বলছে ধূপ-দীপ, বাজছে শাঁখ। উড়ে বেড়াচ্ছে জোনাকির দল। নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে কয়েকটি শেয়াল। সেই সময় বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে মুখোমুখি আলাপচারিতায় মগ্ন দুই পুরুষ। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র। পিতা এবং পুত্র। তাঁরা আলোচনা করছিলেন নানা বিষয়ে। সেই সময় ধীর পায়ে উপস্থিত হন ভগবতী দেবী। তিনি পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে সরাসরি জানতে চান— ‘‘তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়লি, তাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে?’’

বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেন, ‘‘শাস্ত্রমতে বিধবা নারীর সামনে দুটি পথ খোলা—হয় ব্রহ্মচর্য, নয় সহমরণ।’’

এইকথা শুনে ঠাকুরদাস তোলেন রাজা রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রসঙ্গ। স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁদের চেষ্টা ও পরামর্শে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সহমরণ প্রথা নিবারণ করেছিলেন। তিনি এও বলেন, কলিতে ব্রহ্মচর্য সম্ভব নয়। সুতরাং বিধবাদের পক্ষে বিবাহ-ই একমাত্র উপায়।

বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, তাঁর নিজেরও তাই ধারণা, এমনকী তিনি এও মনে করেন যে, শাস্ত্র খুঁজলে এই ধারণার সপক্ষে স্বীকৃতিও পাওয়া যাবে। তবে তার সঙ্গে এও যোগ করেন— ‘‘কিন্তু এ বিষয়ে পুস্তক করলে অনেকেই নানা প্রকার কুৎসা ও কটু বাক্য করবে। তাতে আপনারা পাছে দুঃখ পান, সেজন্য নিবৃত্ত আছি।’’

এই কথা শুনে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী দু’জনেই বিদ্যাসাগরকে আশ্বাস দেন, তাঁরা সকল কুৎসা ও সমাজের কটু বাক্য সহ্য করতে রাজি আছেন, বিদ্যাসাগর নির্ভয়ে এই কাজে হাত দিতে পারেন। এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখায়।

ডিরোজিওপন্থীদের উদ্যোগ

কেমন অবস্থা ছিল তৎকালীন বিধবাদের? অষ্টাদশ শতকে বিজয়রাম সেন বঙ্গবিধবাদের কাশীবাসের কথা লিখে গিয়েছেন, ‘কাশীর মধ্যেতে আছেন বিধবা জতেক/ সবাকারে দিলা কর্তা তঙ্কা এক এক।’ এই কর্তা হলেন জয়নারায়ণ ঘোষাল। বালবৈধব্য যন্ত্রণা, মদনদেবতার শর সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় ‘গর্ভ’ হয়ে পড়া এবং তা ‘নষ্ট’ করতে গিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া ছিল সেই কালের নিত্যকার ঘটনা। বঙ্গবিধবারা এগুলোকে অবশ্য ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

নিজের শিশুকন্যার বালবৈধব্য ঘোচাতে রাজা রাজবল্লভ অনেককাল আগে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের বিরোধিতায় সেটা বাস্তবায়িত হয়নি।

বাংলায় বহু আগেই নবজাগরের জোয়ার এসেছে। ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী চেয়েছিলেন যত দ্রুত সম্ভব বাংলার হিন্দু সমাজকে বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা মুক্ত করতে, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা চালু করতে। তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সাধু ছিল। কিন্তু সাফল্য আসেনি। কারণ, ধৈর্যের অভাব। উৎসাহ থাকলেও, যথার্থ তেজ এবং জেদ তাঁদের ছিল না। তাই কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে দীর্ঘ সময় যা কিছু প্রতিবাদ, সবটাই হয়েছে কাগজ কলমে।

ডিরোজিওপন্থীদের উদ্যোগের কথা ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪২ সালে। তার পর প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে যায়।

দিনের আলোর মতো স্পষ্ট

ডিরোজিওপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বিদ্যাসাগরের। ছাত্রজীবনে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’-র তিনি সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। ছাত্রজীবনেই বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রদ করা উচিত, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত এবং সমাজে বিধবা বিবাহ চালু করা উচিত। তিনি এও বুঝেছিলেন, এইসব বিষয়ে কাগজে প্রবন্ধ লেখা এক জিনিস, সেটা বাস্তবায়িত করতে যাওয়া আরেক জিনিস। রক্ষণশীল সমাজ কিছুতেই মেনে নেবে না। চিন্তাভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে গেলে বিপজ্জনক কিছু ঘটে যেতে পারে। গোঁড়া হিন্দু সমাজ যেভাবে রাজা রামমোহন রায়ের পিছনে পড়েছিল, তা কারও অজানা নয়। শুধুমাত্র কুৎসা নয়, রামমোহনের প্রাণহানির চেষ্টাও হয়েছিল। এই সবকিছুই বিদ্যাসাগরের জানা।

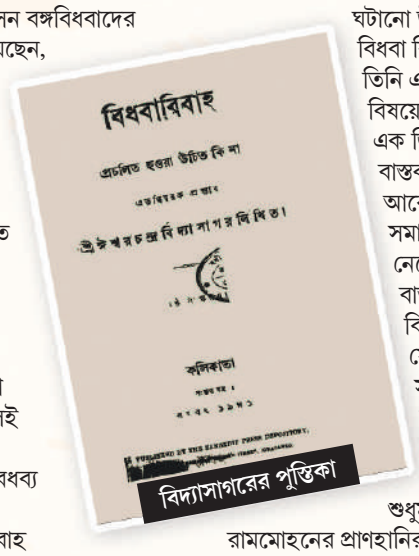

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা

মুখ বন্ধ করার জন্য

পিতা-মাতার সম্মতি পাওয়ামাত্রই বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় সম্মতি খুঁজে বের করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের পক্ষে সমর্থন নিজের বিবেকের জন্য খুঁজছিলেন না। শাস্ত্র যা-ই বলুক, সমাজে বিধবা বিবাহ যে হওয়া উচিত, এইকথা তিনি অনেক আগে থেকেই সঠিক বলে বিশ্বাস করে এসেছেন। আসলে সেই সময়ে, সেই যুগে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র সন্ধান ছিল গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের মুখ বন্ধ করার জন্য। নিজের বিশ্বাসের সমর্থনের জন্য নয়। পরাশর সংহিতার একটি বিখ্যাত শ্লোক— ‘নষ্টে মৃতে/ প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।/ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।’ ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করলেন– ‘পতি যদি নষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা পতিত হয় তবে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করতে পারেন।’ এই ব্যাখ্যার জোরেই শেষ পর্যন্ত বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হলেও, আসলে কিন্তু ভারতের অধিকাংশ পণ্ডিতের স্বীকৃত ব্যাখ্যা এটা ছিল না। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

রবিবার
7 December, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রথম বিধবা বিবাহ

(১৭ পাতার পর)

তাই স্বাভাবিক ভাবেই, ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর পুস্তক ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। বিদ্যাসাগরের পুস্তকটি সেই আমলে ১৫ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। এই জনপ্রিয় পুস্তকের যুক্তিজাল খণ্ডন করে একের পর এক পুস্তিকা লেখা হতে থাকে। বিদ্যাসাগরের যুক্তি যাঁরা খণ্ডন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নবদ্বীপের ভট্টপল্লিনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন। ভট্টপল্লির ব্রাহ্মণরা ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, বিদ্যাসাগর আদতে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে নব্যসম্প্রদায়ের কতিপয় যুবককে নাচিয়ে এই বিষয়টি খুঁচিয়ে তুলেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে কোনও দ্বিমতই নেই যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র স্বীকৃত নয়।

পাল্টা যুক্তি প্রয়োজন ছিল

শাস্ত্রে কী বলে তা দিয়ে বিদ্যাসাগরের কিছুই যেত-আসত না। ‘অসহনীয় শাস্ত্র বিধান ও লোকাচার প্রতিপালন’-এর বোঝাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য, যত দুর্বলই হোক, শাস্ত্র থেকে উঠে আসা একটা পাল্টা যুক্তি তাঁর প্রয়োজন ছিল। হাতিয়ার হিসেবে তিনি পরাশর সংহিতার শ্লোকটিকে জনমত তৈরিতে এত নিপুণভাবে ব্যবহার ও প্রতিবাদী মতগুলিকে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় সম্বাদ’ নামক পুস্তকে এমন দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করেছিলেন, যে তাঁকে হত্যা করার জন্য কলকাতার এক বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়েছিলেন। যদিও এই কাজে সেই বিত্তশালী ব্যক্তি সফল হননি। কিন্তু কী বিপদ মাথায় নিয়ে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগর এই কাজে এগিয়েছিলেন, ঘটনাটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়।

ছোঁড়া হয় কুরুচিপূর্ণ কাদা

বিদ্যাসাগরের পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসমাজ স্পষ্টতই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। যদিও সংখ্যাগুরু অংশ ছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। কলকাতার রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা, যশোহরের হিন্দুধর্ম সংরক্ষণী সভা ইত্যাদি সংস্থা বিদ্যাসাগরের ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্বাদ ভাস্কর-এর মতো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সংবাদপত্রই দাঁড়ায় বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে। কুরুচিপূর্ণ কাদা ছোঁড়া হয় তাঁকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই এইসবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র লন্ডনে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

এর বিপক্ষে রাধাকান্ত দেব আরেকটি পাল্টা আবেদনপত্র পাঠান। তাতে স্বাক্ষর ছিল ৩৬,৭৬৩ জনের। এই আবেদনপত্র ছাড়াও বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদিয়া, বাঁশবেড়িয়ার মতো অঞ্চল থেকে বেশ কিছু আবেদনপত্র পাঠানো হয়, যার মিলিত স্বাক্ষর ছিল প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজারের মতো।

যুক্তিকে গুরুত্ব

অবশ্য ব্যবস্থাপক সভায় স্বাক্ষরের সংখ্যার থেকেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আবেদনে থাকা যুক্তিকে। আদতে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রের যুক্তির আড়ালে ছিল তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্বের যুক্তি। এই যুক্তি ছিল বিধবা নারীর ভয়াবহ জীবন যন্ত্রণাকে লাঘব করার সপক্ষে এবং স্বামীর মৃত্যুতে দুঃস্থ, দুর্বিষহ, পরনির্ভর জীবনযাত্রার বিধানের বিপক্ষে প্রদত্ত সাধারণ মানবিকতার প্রতি আপিল। শুষ্ক শাস্ত্রের যুক্তির মারপ্যাঁচের বিপরীতে এই আপিলই জয়যুক্ত হয়েছিল ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনায়।

এর ভিত্তিতেই ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ভারতে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। সমাজের যাঁরা গোষ্ঠীপতি, যাঁরা বিত্তবান, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে প্রতিহত করতে কোনও উপায়ই বাদ দেননি। তবে বাংলার শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু সমর্থন করেছিল বীরসিংহের সিংহশিশুকেই।

রচিত হয়েছিল ইতিহাস

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করাকে তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শুধু আইন হয়েই যাতে তা না থাকে, তার জন্য করেছিলেন আপ্রাণ প্রচেষ্টা। ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই অনুমোদিত হয় বিধবা বিবাহ আইন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই এ বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।’

১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়ার সুকেস স্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবন’-এ পটলডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীমণি দেবীর বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশ ও সূর্যমণি দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের। এটাই ছিল ভারতের প্রথম বিধবা বিবাহ। পাত্র মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত, যশোরের খাটুয়া গ্রামের বাসিন্দা। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ঘোর সমর্থক। পাত্রীর বাড়ি বর্ধমানের পলাশডাঙা গ্রামে। ৪ বছর বয়সে কালীমতী দেবীর প্রথম বিবাহ হয়েছিল ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ২ বছর পরে মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ১০ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবী

পাত্র এসে উঠেছিলেন বউবাজারের রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বরযাত্রী হয়ে এসেছিলেন রামগোপাল ঘোষ নিজে, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্যারিচাঁদ মিত্র, কালিপ্রসন্ন সিংহ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র। বরযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে পালকি চেপে পাত্র কিছু আগেই চলে এসেছিলেন রাজকৃষ্ণর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। বেশ বড় বাড়ি। চিলেকোঠাটি বাদ দিলে একটু সেকেলে ধরনের একখানা দোতলা বাড়ি। দোতলায় টালি-ছাওয়া বারান্দা, নিচে গ্যারাজ। গৃহকর্তা রাজকৃষ্ণ ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু। বউবাজারে থাকাকালীন হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পৌত্রটির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয়। তাঁর কাছেই রাজকৃষ্ণর সংস্কৃত শিক্ষা।

বিধবা বিবাহ নিয়ে গোলমালের আশঙ্কায় আগে থেকেই প্রার্থনা করা হয়েছিল পুলিশের সাহায্য। ইংরেজ সরকার সেই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। দু’পাশে হাজার হাজার নরনারী। সুকিয়া স্ট্রিটে সেদিন যেন জনসমুদ্র।

এই বিধবা বিবাহের আসরে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং। বলা যায়, তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। এই অসাধ্যসাধনের পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম, হার না-মানা মানসিকতা, অসীম সাহস, জেদ।

‘সংবাদ প্রভাকর’-এ এই বিবাহ এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ্মীমণি করেছিলেন কন্যা সম্প্রদান। মন্ত্রপাঠ, উলুধ্বনি, দ্বারষষ্ঠী, স্ত্রী আচার, ঝাঁটা প্রণাম, নাক মোলা, কান মোলা সবই হয়েছিল। সেইসঙ্গে ছিল ভূরিভোজের এলাহি আয়োজন। এই বিবাহের মধ্যে দিয়ে রচিত হয়েছিল নতুন ইতিহাস।

বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহের জন্য প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। ১৮৬৭ সালের মধ্যে ৬০টি বিধবা বিবাহের জন্য তিনি মোট ব্যয় করেছিলেন প্রায় বিরাশি হাজার টাকা।

বিরক্ত বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের ষাটের দশকে বিধবা বিবাহ নিয়ে প্রাথমিক ভাবে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, সেটা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। মনে হয়েছিল, সমাজ ক্রমশ এমন বিবাহ মেনে নিচ্ছে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। প্রাথমিক আইনি পরাজয়ে পিছু হটলেও অচিরেই সমাজপতিরা প্রত্যাঘাত হেনেছিলেন। হিন্দু রক্ষণশীলতার এক নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছিল ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে। সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে প্রবল প্রচার শুরু হয়েছিল। বিধবা বিবাহ দেওয়ার জন্য বরিশালের দুর্গামোহন দাসকে বয়কট করেছিলেন তাঁর মক্কেলরা। এমনকী প্রথম যিনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন, সেই শ্রীশচন্দ্র স্ত্রী কালীমতীর মৃত্যুর পর পণ্ডিতদের দিয়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করে আবার জাতে ফিরেছিলেন।

এইসব দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, ‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।’

শুধুমাত্র বাইরেই নয়, নিজের ঘরেও বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৭২ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে ভবসুন্দরী নামে এক বিধবা নারীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এটা ছিল সমাজের বিরুদ্ধে এক বিরাট পদক্ষেপ। ঈশ্বরসম মহামানব স্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

7 December, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

দাপিয়ে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, পাহাড়ি সান্যালের মতো তাবড় অভিনেতাদের সঙ্গে। ছিল দৃপ্ত চেহারা আর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি। দাপুটে বাবা তাঁর মতো আর কেউ নেই। তিনি কিংবদন্তী অভিনেতা কমল মিত্র। আগামী ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। সেই দিনকে স্মরণে রেখে লিখলেন **শঙ্কর ঘোষ**

কঠোরে কমলে

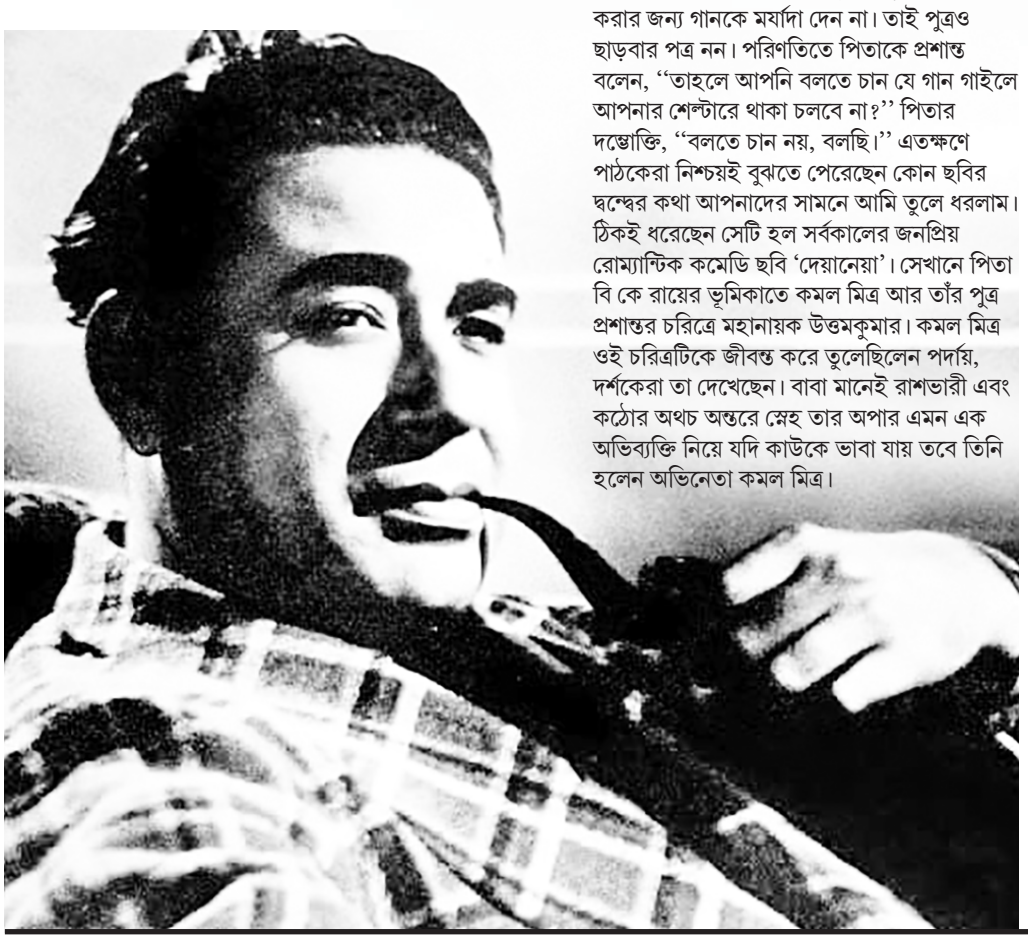

কঠিন রাশভারী বাবা

এলাহাবাদের বিখ্যাত শিল্পপতি বি কে রায়ের পুত্র প্রশান্ত। বাবার ব্যবসা পুত্রকে আকর্ষণ করে না। এদিকে সুইস ফার্মের ২ লক্ষ টাকার লোকসান যখন পিতাকে দিতে হয়, সেই দিন পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছয়। পুত্রের মুখে গানের রেকর্ডিং-এর কথা শুনে পিতা স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, ‘‘তোমাকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করছে’’— Irresponsible, Worthless এইসব বিশেষণ জোটে প্রশান্তের কপালে। পিতা লোহালক্কড়ের কারবার করার জন্য গানকে মর্যাদা দেন না। তাই পুত্রও ছাড়বার পত্র নন। পরিণতিতে পিতাকে প্রশান্ত বলেন, ‘‘তাহলে আপনি বলতে চান যে গান গাইলে আপনার শেল্টারে থাকা চলবে না?’’ পিতার দম্ভোক্তি, ‘‘বলতে চান নয়, বলছি।’’ এতক্ষণে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কোন ছবির দ্বন্দ্বের কথা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম। ঠিকই ধরেছেন সেটি হল সর্বকালের জনপ্রিয় রোম্যান্টিক কমেডি ছবি ‘দেয়ানেয়া’। সেখানে পিতা বি কে রায়ের ভূমিকাতে কমল মিত্র আর তাঁর পুত্র প্রশান্তর চরিত্রে মহানায়ক উত্তমকুমার। কমল মিত্র ওই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন পর্দায়, দর্শকেরা তা দেখেছেন। বাবা মানেই রাশভারী এবং কঠোর অথচ অন্তরে স্নেহ তার অপার এমন এক অভিব্যক্তি নিয়ে যদি কাউকে ভাবা যায় তবে তিনি হলেন অভিনেতা কমল মিত্র।

বাংলা ছায়াছবির সেই স্বর্ণযুগে ‘বাবা’ নামক চরিত্রটিতে অভিনয় করে যাঁরা দর্শকদের মনে স্থায়ী দাগ কাটতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অভিনেতা কমল মিত্র অন্যতম। ‘দেয়ানেয়া’কে বাদে যে চরিত্রটিতে তাঁর অভিনয়-জীবনে স্মরণীয়।

ফ্ল্যাশব্যাক

কমল মিত্রের জন্ম ১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর বর্ধমানে। পিতামহ ডাক্তার জগদ্বন্ধু মিত্র ছিলেন নামকরা চিকিৎসক। বাবার নাম নরেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনজীবী ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। মায়ের নাম সুহাসিনী দেবী। বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট কলেজেও কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। বাবা বর্ধমান শহরের নাম করা আইনজীবী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করে সেই কলেজেই ভর্তি হলেন কমল মিত্র। স্কুলে পড়াকালীন একবার ‘মহারাষ্ট্র গৌরব’ নাটকে শিবাজির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বর্ধমান সিনেমা হাউসে ‘আলমগীর’ নাটকে রাজসিংহের ভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপরে বর্ধমানের ‘বিমল মেমোরিয়াল ক্লাব’ থেকেও অভিনয় করেন। তাঁর বাবা এসব পছন্দ করতেন না। ছেলের অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর বাবার তীব্র আপত্তি ছিল। এ সময় অবশ্য কমল মিত্রের চাকরি জীবন। সেই সময় বাবা চক্ষুরোগে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়লে সংসারের দায়-দায়িত্বের কথা ভেবে কমল মিত্র মিলিটারিতে নাম লেখান। পরে বাবা বর্ধমান মহারাজকে ধরে কমল মিত্রকে ফিরিয়ে আনেন এবং সরাসরি সরকারি কালেক্টারি অফিসে চাকরি করিয়ে দেন। শুরুর দিকে চেয়ার টেবিল না থাকায় অফিসের বারান্দায় মাদুর পেতে কাজ করেছেন। এতসবের মাঝেও অভিনয় ছাড়েননি। অভিনয় শিক্ষার কোনও প্রথাগত পাঠ তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, “এক ছুটির দিন বৈঠকখানা ঘরে বসে ‘জনা’ নাটকের প্রবীরের অংশ ‘দাও মাগো সন্তানে বিদায়, চলে যাই লোকালয় ত্যাজি’ এই অংশটি বেশ জোরেই পড়ছিলাম। আমি যখন পড়ছিলাম, বর্ধমানের একমাত্র নাট্যশিক্ষক স্বর্গীয় প্রমোদীলাল ধৌন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার নাটক পড়া শুনে আমাদের বৈঠকখানায় ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী পড়ছিস রে?’ আমার কাছে সব কথা শুনে বললেন, ‘ব্যাটাচ্ছেলে, মায়ের সঙ্গে অভিমান করে কীভাবে কথা বলতে হয় জানো না? মাকে মারতে যাচ্ছিস নাকি?’ কিন্তু তিনি অত কথা বললে কী হবে? আমার তো সে সময় বীররস ছাড়া অন্য কোনও রসে যে নাটক অভিনীত হতে পারে, সে ধারণাই ছিল না। এই প্রমোদবাবুই আমার সর্বপ্রথম নাট্যশিক্ষক।’’

সতীর দেহত্যাগ ছবিতে

তাঁর জীবনে এসছেন দু’জন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ— শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং দেবকীকুমার বসু। কমল মিত্র তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চাকরি ছেড়ে অভিনয়ই করবেন তিনি। বারণ করলেন দেবকীকুমার। এখনই এমন সিদ্ধান্ত নিলে বড়ই মুশকিল...। এত সহজে হেরে যাওয়ার পাত্র তো কমল মিত্র ছিলেন না। অভিনয় করতে গেলে কেবল সিনেমা নয়, থিয়েটারও করতে হবে। নিজের সঙ্গেই চলছে লড়াই। (এরপর ২০ পাতায়)

রবিবার
7 December, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কঠোরে কমলে

(১৯ পাতার পর)

তখনও বর্ধমানে আছেন তিনি। সময় সুযোগ পেলেই চলে যেতেন দামোদরের তীরে। এক পাড়ে দাঁড়িয়ে শুরু হত সংলাপ বলা; আস্তে আস্তে নয়, রীতিমতো চিৎকার করে। অভিব্যক্তি এতটুকুও কম হলে চলবে না, আবার গলার আওয়াজও তৈরি করতে হবে। মঞ্চে উঠলে যেন রোয়ের শেষ মানুষটিও তাঁর গলা শুনতে পায়। যতদিন না সেই আওয়াজ দামোদরের ওপার থেকে একইভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত, ততদিন চলত এই কাজ। সেই দেবকীকুমার বসুই তাঁকে সুযোগ দেন হিন্দি ছবি 'রামানুজ'-এ। দেবকীবাবু সুযোগ দেন হিন্দি ছবি 'সরগ সে সুন্দর দেশ হামারা' ছবিতে। মাত্র ২০০ টাকায় চুক্তি হল। ছবিটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুক্তি পায়নি। তাঁর অভিনয় পছন্দ হয়েছিল দেবকী বসুর। তবুও পারিশ্রমিকটুকু হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলেন সাবধানবাণী, ''আপনি কখনও নায়ক করবেন না। আপনি চরিত্রাভিনয় করবেন।'' সারাজীবন এই গুরুবাক্যে মেনেই চলেছেন তিনি।

অভিনয়ের নির্যাস

১৯৪৪ সালে কমল মিত্র চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। নাট্যাভিনয়ের প্রতি কমল মিত্র আকৃষ্ট ছিলেন বরাবর। ইতিমধ্যে শৌখিন নাট্যাভিনয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়। এই সুবাদে আসানসোলের এসডিও তাঁকে কলকাতায় পেশাদারি রঙ্গালয় যোগ দিতে পরামর্শ দেন। কারণ তখন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলি (স্টার, মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, রংমহল) রমরমিয়ে চলছে। প্রখ্যাত অভিনেতা। বিপিন গুপ্ত স্টার থিয়েটারের মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে কমল মিত্রর পরিচয় করিয়ে দেন। ওই থিয়েটারের 'টিপু সুলতান' নাটকে ব্রেকওয়েট চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর পেশাদারি রঙ্গালয়ে প্রথম অবতারণা এবং সেইখানে ওই রূঢ় কঠিন চরিত্রটিকে তিনি অত্যন্ত বাস্তবায়িত করে তুলতে পেরেছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি পরিচিত হন সেই সময়ের স্বনামধন্য পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুযোগ পান ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয়ের। ছবির নাম 'নীলাঙ্গুরীয়'।

চরিত্রায়ণের ধারাবাহিকতা

বারংবার বড়পর্দায় তাঁকে যে সব চরিত্রের জন্য ডাকা হয়েছে তার মূলে অবশ্যই ছিল তাঁর দীর্ঘ দেহ, বজ্রকঠিন কঠোর কণ্ঠস্বর; যা ওইসব চরিত্রের সঙ্গে সর্বদাই মানানসই ছিল। পাশাপাশি আরেক ধরনের চরিত্রে কমল মিত্রের ডাক পড়েছে বারংবার, সেটি হল নায়ক বা নায়িকার বাবার চরিত্রে, যে-বাবা উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি, যিনি টাকার অঙ্কে সবকিছুর মূল্যায়ন করেন। যিনি নায়িকার বাবা হওয়ার সময় দরিদ্র নায়ককে অপমান করেন আবার নায়কের বাবা হওয়ার সময় গরিব নায়িকাকে অপমান করেন। তাঁর অভিনয়-গুণে এইসব চরিত্র বাস্তবসম্মত মনে হত। ধরা যাক অগ্রগামী পরিচালিত 'শিল্পী' ছবির কথা। নায়িকা অঞ্জনা (সুচিত্রা সেন) গরিব নায়ক ধীমানকে (উত্তমকুমার) মন দিয়ে বসে আছেন। এইসব কথা জানার পর দাম্ভিক ধনাঢ্য পিতা দরিদ্র নায়ককে বাড়ি থেকে বার করে দেন। অগ্রদূত পরিচালিত 'চিরদিনের' ছবিতে ইন্দ্রাণী (সুপ্রিয়া দেবী) দরিদ্র তাপসকে (উত্তমকুমার) মন দিয়ে বসেন। এটি জেনে নায়ককে অপমানিত করে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেন পিতা। হীরেন নাগ পরিচালিত 'সাবরমতী' ছবিতে যশোমতীর (সুপ্রিয়া দেবী) বাবা হিসেবে বিরাট শিল্পপতি চূড়ান্ত অপমান করেন দরিদ্র শঙ্করকে (উত্তমকুমার)। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'পিতা পুত্র' ছবিতে স্বরূপ দত্তের বাবা হিসেবে। একই ব্যাপারগুলি ঘটেছে শিল্পপতি চন্দ্রমাধব সেনরূপে 'থানা থেকে আসছি' ছবিতে তিনি নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিকের বাবা হিসেবে, 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা হিসেবে, 'জীবন রহস্য' ছবিতে নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বাবা হিসেবে, 'খেলার পুতুল' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাবা হিসেবে। 'সাগরিকা' ছবিতে তিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল হওয়ার সুবাদে নায়ক উত্তমকুমারের বিদেশযাত্রা পথ থেকেই বাতিল করে দেন।

পৌরাণিক ছবিতেও বিকল্পহীন

ধর্মমূলক ছবিগুলিতে কমল মিত্রের বিকল্প কেউ ছিলেন না। বিশেষ করে নির্মম নিষ্ঠুর পৌরাণিক চরিত্রগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে। যেমন 'কংস' ছবিতে তিনি কংস। কংসকে পর্দার বুকে জীবন্ত করে তুললেন কমল মিত্র। 'সতীর দেহত্যাগ' ছবিতে তিনি দক্ষরাজ জামাই শিবকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। তাই বদ্ধপরিকর হন শিবহীন যজ্ঞ করার জন্য। ভুলেও তিনি দেখলেন না যে এতে তাঁর কন্যা সতী (দীপ্তি রায়) কতখানি বেদনাহত হতে পারেন। সেই কঠিন দক্ষরাজকে জীবন্ত করে তুললেন কমল মিত্র। তিনি 'মহিষাসুর বধ' ছবিতে মহিষাসুর। 'তরণীসেন বধ' ছবিতে তিনি রাবণ। বিভীষণ-পুত্র তরণীসেন রাবণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিকে তরণীসেনের প্রতি প্রবল বাৎসল্য এবং অপরদিকে রাবণের অনমনীয় তেজ। এই দুটি রূপ শিল্পীর অভিনয়-গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার তিনি দক্ষরাজের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'দক্ষযজ্ঞ' ছবিতে। সেখানে সতীর ভূমিকায় ছিলেন মহুয়া রায়চৌধুরী। জীবনীমূলক ছবিতে তাঁকে এইরকম কঠিন কঠোর রূপেই দেখেছি। বিজয় বসু পরিচালিত 'রাজা রামমোহন' ছবিতে তিনি রামমোহনের পিতা। বিধর্মী পুত্রকে (বসন্ত চৌধুরী) তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারেননি।

অনন্য প্রতিভায়

কমল মিত্রের অসাধারণ অভিনয় গুণ দর্শকের স্মৃতি পটে ভাস্কর হয়ে থাকবে জরাসন্ধের 'লৌহ কপাট' ছবির জন্য। উপন্যাসের কুখ্যাত ডাকাত সরদার বদরুদ্দিন মুন্সি এক স্মরণীয় চরিত্র। তপন সিংহ পরিচালিত 'লৌহ কপাট' ছবিতে ওই চরিত্রের অসাধারণ অভিনয় দর্শকরা ভুলতে পারবেন না। বদরুদ্দিন গ্রেফতার হয়েছেন। সঙ্গীদের নাম অবশ্য পুলিশকে জানাননি। কিন্তু জেলখানার মধ্যে আত্মহত্যা করেন। নীরেন লাহিড়ী তাঁকে সুযোগ দেন 'বনফুল' ছবিতে। তারপর যে ছবি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় তার নাম '৭ নম্বর বাড়ি'। পাশাপাশি স্টার থিয়েটারে অভিনয় চলতে থাকে। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'সংগ্রাম' ছবিতে দাদুর চরিত্রে সুযোগ এনে দেন সেই ছবিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। আবার অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি 'বিপাশা' ছবিতেই তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে যেভাবে এক শিখ বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করেন তা মনে রাখার মতো।

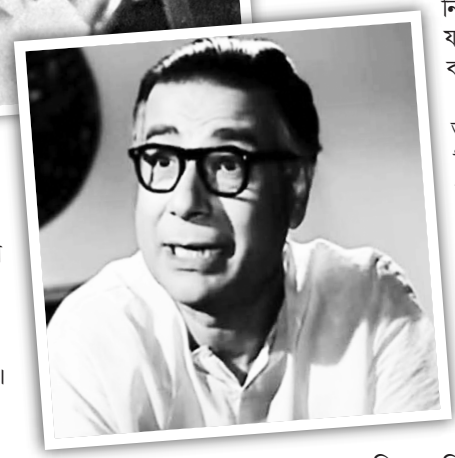

স্মরণীয় চরিত্রায়ণ

বেশ কিছু ছবিতে তিনি তাঁর অভিনয় গুণে দর্শকদের মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে সমাপিকা, সংকল্প, জিঘাংসা, দুর্গেশনন্দিনী, প্রফুল্ল, শাপমোচন, একটি রাত, সাগরিকা, ত্রিযামা, বৌদি, চৌরঙ্গী, সূর্যতোরণ, যৌতুক, হসপিটাল, আশায় বাঁধিনু ঘর, শেষচিহ্ন, রক্তপলাশ, হাইহিল, তাপসী, মণিহার, সুশান্ত শা, রাজদ্রোহী, জীবনমৃত্যু, তিন ভুবনের পারে, বন্ধু, যদি জানতেম, দিন আমাদের প্রভৃতি ছবিতে। চলচ্চিত্রে কমল মিত্রের শেষ অভিনয় তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'খেলার পুতুল' ছবিতে (১৯৮৩)। 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে তিনি কানন দেবীর স্বামী হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে অধিকাংশ ছবিতে ছায়া দেবীকে পেয়েছেন। কখনও কখনও পেয়েছেন মলিনা দেবীকে। সুচিত্রা সেনের স্বামী হয়েছিলেন 'একটি রাত' ছবিতে।

মঞ্চাভিনয়

বিপিন গুপ্তের সহায়তায় ১৯৪৪ সালে স্টার থিয়েটারে মাসিক ৫০ টাকায় তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। এরপর মিনার্ভা থিয়েটার সঙ্গে যুক্ত হন। ষাট এর দশকে যাত্রা যে একটু একটু করে সর্বশ্রেণির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল, কমল মিত্র বেশ কিছুদিন যাত্রার আসরেও অভিনয় করেছিলেন।

অবশ্যই মনে রাখার মতো তাঁর থিয়েটারগুলির কথা। স্টার থিয়েটারের 'কেদার রায়' নাটকে তিনি মুকুট রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নাটকে মথুরবাবু, কঙ্কাবতীর ঘাটে নন্দুয়া, শেষাগ্নি নাটকে ভুবন, কারাগার নাটকে কংস, তাপসী নাটকে ভবেন্দ্রনাথ, শ্রেয়সী নাটকে কমল বিশ্বাস। মিনার্ভা থিয়েটারের গৈরিক পতাকা নাটকের শিবাজি চরিত্র অভিনয় করেন। তারপর তপোভঙ্গ ছবিতে অভিনয় করেন। সীতারামের নাম ভূমিকায়, কর্ণার্জুন নাটকে দুর্যোধন। শিক্ষা, অভিজাত্য, রুচি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলেও তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা ছিল সবার উপরে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ডাকে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রিজিয়া, আলমগির, সীতা প্রভৃতি নাটকে বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় করেছেন বেতার নাটকেও। রংমহলে দুই পুরুষ নাটকে জমিদার শিবনারায়ণ। রঙ্গনা থিয়েটারের চন্দ্রনাথ নাটকে মণিশঙ্কর চরিত্রে তাঁর স্মরণীয় অভিনয়। তাঁর শেষ অভিনয় নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটে 'সোনার খোঁজে' নাটকে এক ডিটেকটিভ অফিসারের ভূমিকায় (১৯৮৩)।

তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে যিনি গেছেন তিনি জানেন তাঁর বইয়ের সংগ্রহের কথা। নিজের সংগ্রহের যাবতীয় বই তিনি দান করে গেছেন নন্দনকে। প্রায় চল্লিশ বছরের অভিনয় জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন 'ফ্ল্যাশব্যাক' গ্রন্থে। ১৯৯৩ সালের ২ অগাস্ট কমল মিত্রের দেহাবসান হয়। দৃপ্ত চেহারা আর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গির সাহায্যে চলচ্চিত্র ও মঞ্চ উভয় ক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় অভিনেতা হিসেবে রেখে গেছেন। এই প্রজন্মের দর্শকরা বিভিন্ন চ্যানেলে তাঁর অভিনীত ছবিগুলি দেখে এখনও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেখানেই রয়েছে শিল্পীজীবনের চরম সার্থকতা।

সাগরিকা ছবিতে